



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 7 Issue • 7 January, 2022, Friday • ২২ পৌষ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

সিটি সেন্টারে দুটি বারের অনুমোদন দিল প্রশাসন

এক গুচ্ছ তথ্য। জানা গেছে, নিগমে কাউন্সিলারের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত এক প্রার্থীর বাড়ি মানে ডাকসাইটে সাহা পরিবারের নামে হয়েছে এই অনুমোদন। যে তৃণমূল প্রার্থীর জয় পরাজয় নিয়ে এতো মারামারি, ধাক্কাধাক্কি সেইসব কিছুই কিন্তু টাকার ছায়ায় একবারে ঝাপসা হলো। প্রতিটি অনুমতির জন্য দুই কোটি হিসাবে চার কোটি টাকার ঘুস আদৌ কার পকেটে গেলো সেই হিসাব কি কেউ কোনওদিন জানতে পারবেন?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। স্মার্ট সিটি বলে কথা। অনেক কিছুই বদলে যাবে। সময়ের সঙ্গে, কালের সঙ্গে বদলে যেতে হয়। বদলে যাওয়া আর বদলানো হলো মানুষের ধর্ম, পৃথিবীরও ধর্ম। কিন্তু এই পরিবর্তন হতে হবে সময়ানুগ এবং বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। না হলে এই পরিবর্তন হবে অশুভ এবং কদাকার। আগরতলা সিটি সেন্টারে নতুন দুইটি বারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রঙ্গশালা বা পানশালায় জন্য ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করে রেখেছে। এই নীতিমালা তৈরি হয়েছে আগরতলায় পানশালা খোলা হবে বলে। পানশালা খোলা হবে ভোক্তার চাহিদা মেটাতে কিংবা সরকারি কোষাগারের আয় বাড়াতে হবে বলে। আগরতলায় এই সময়ে দুইটি বার রয়েছে। এর পরও ভোক্তার গিজগিজ আছে কিনা তার সমীক্ষা কে করেছে বা কি

করেছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা দেখবে প্রশাসন। এর পর নীতিমালা অনুযায়ী পরিকাঠামো আছে কিনা তাও বিচার করবে প্রশাসন। কিন্তু কেমন এই বিজেপি সরকারের প্রশাসন? কি তাদের উদ্দেশ্য?

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

THINK BIG

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

৩৭৭৭৪৪১৪২৯৮

৫৩ Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

সত্যকথা! 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে 'পারুল প্রকাশনী'-র বই কিনুন!

সরকারের তৈরি আইন ভাঙাই কি এই প্রশাসনের কাজ? নাকি এই প্রশাসন শুধু ব্যবহার হয় কতিপয় আমলাকুলের খায়েস মেটাতে? এই প্রশংসিত আসছে সিটি সেন্টারে দুইখানা পানশালা খোলার

প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা এবং প্রতিবেশীদের দিক থেকে এই বাড়িটির নিরাপত্তা, দুটোই হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সেই-ই দুই হাজার বর্গফুটের বাড়িতে থাকতে হবে রেক্তোরী। এই কথিত পরিকাঠামোর কিছুমাত্র নেই আগরতলা সিটি সেন্টারে। এরপরও একখানা নয়া, দুই খানা পানশালায় অনুমোদন দেওয়া হল। ভদ্রলোক বলে কথিত আগরতলার জনসমাজ, যে জনসমাজ সিটি সেন্টারের সামনে কমবেসিসদের আড্ডা সহ্য করতে পারেন, এরা ট্যাবলেট খায় বা নেশা সামগ্রী নেয় অপবাদে এদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেয় সেই সমাজকে এইবার আমলাদের এই পানশালা তত্ত্ব মেনে নিতে হবে মুখ বুজে। একটি বা দুটি ক্রুজ নয় সরকারি নোটিফিকেশনের অজস্র ক্রুজ ভাঙা হয়েছে এই অনুমোদনে। কেন বিজেপি সরকারের প্রশাসন নিজেদের ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

কর্তার ঘরে ভর্তা চুরি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। এবার সর্বের মধ্যেই ভূত ধরা পড়লো একেবারে হাতেনাতে। খোদ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর গর্ভগৃহেই ফুলের্ফেপে উঠলো রেগা কেলেকারিয়ার উর্ধ্বমুখী গ্রাফ। তাও আবার এই কেলেকারিয়ার চিত্র লোকসম্মুখে তুলে ধরলেন তার দ্বারা নিয়োজিত সোশ্যাল অডিট অধিকর্তার পুরো টিম। বুঝা গিয়েছে, রেগার রস মন্ত্রীর এলাকাও সেবন করেছে। কার্যত সেবন করেছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর অনুগতরা। আর সে কারণেই অর্থের আকাশ-জমিন ফারাক চম্চু চড়কগাছ করেছে সংশ্লিষ্ট সকলরা। তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর অনুগত সোশ্যাল অডিট কর্তারাও। যারা যুগ্মফলকে বুঝতে পারেননি খোদ মন্ত্রীর কেন্দ্রেই তাদেরকে এমন চিত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। অনেকেরই বক্তব্য, সোশ্যাল অডিট ইউনিটের তথ্যে অন্যান্য অধিকর্তার হলেও মন্ত্রী অবাক হননি। কারণ, যা হয়েছে তা তার জ্ঞাতসারেই হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বীণু দেববর্মী একাধারে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী। রেগায় তার কেন্দ্র ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

করোনা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠককে চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক কর্মসূচির আজ পশ্চিম জেলাশাসকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। শুক্রবার সকালে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন করোনায় নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন। জেলার করোনায় বিষয়ক কমিটির প্রধান হিসাবে তিনি বৈঠকটিতে স্বাস্থ্য দফতর এবং প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তব্যবাহিনীর উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করেছেন। গত দুদিন আগে রাজ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের কার্যালয়ে ৮ জন উচ্চ আধিকারিকরা মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ করোনা বিষয়ক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। করোনায় প্রশাসনিক পর্যায়ে এমন নানাবিধ বৈঠকগুলো জারি আছে। অন্যদিকে, প্রতিদিন রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন কর্মসূচি। রাজ্যে এখন প্রতিদিন রাজনৈতিক কর্মসূচি অব্যাহত। বৃহস্পতিবার দিনভর বেশ কয়েকটি কর্মসূচি পালিত হয়েছে নানা রাজনৈতিক দলেরই। রাজনৈতিক কর্মসূচি এখন প্রধানত পশ্চিম জেলাতেই।

একদিকে রাজনৈতিক কর্মসূচি জারি আর অন্যদিকে প্রশাসনিকস্তরের করোনাকে নিয়ে মহাকরণ কিংবা জেলা শাসকের কার্যালয়ে বৈঠকের পর বৈঠক। এই দুই 'র' দ্বন্দ্ব মহাফাঁপের খোদ 'করোনা' বিষয়টি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শাসক দল বিজেপির মশাল মিছিলেও বিনা মাফ্কে শ'য়ে শ'য়ে দলীয় কর্মীর পথ হেঁটেছেন। আর এদিনই, সাম্প্রতিককালে রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাগরিক করোনায় শনাক্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৮৩ জন করোনায় শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পশ্চিম জেলায়। শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার সারা দিনে পশ্চিম জেলায় মোট ৪৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, সবচেয়ে চিত্তার বিষয় হলো, আবার প্রথম এবং দ্বিতীয় ডেট-এর মতো রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কেন্দ্রগুলোতেও হানা দিয়েছে করোনায়। আর এই তালিকাতেও প্রথম স্থান দখল করে রেখেছে পশ্চিম জেলা। বৃহস্পতিবার

অভিষাপ নেমে এলো মায়ের জীবনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। যে সন্তান জন্মের পর তাদের পরিবারে দিশের আশীর্বাদ এসেছে বলে সন্তানের নাম রেখেছিলেন আশীর্বাদ, সেই ছেলের কৃতকর্মের জেরে এবার অভিষাপ নেমে এলো মা-সহ গোটা পরিবারের জীবনে। ছেলে আশীর্বাদের কৃতকর্মের অভিষাপে গ্রাম প্রধান মা'র পদ যাচ্ছে এবার। বাবার নামে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় ওয়াকারি মাল্লার মাল্লার পাম্প অপারেটরের চাকরির অফার আসার কথা। তাও যে ভাগে যাবে বিষয়টা একপ্রকার পরিস্কার। বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, মণ্ডল সভাপতি সুবীর চৌধুরী সহ অন্যান্য কার্যকর্তার বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের পাথারিয়াধার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জনা রায় জানিয়েছেন, দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুক্রবারই তিনি বিডিও'র কাছে তার পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন। উল্লেখ্য, প্রধানের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, প্রধান অঞ্জনা দেবীর পুত্র আশীর্বাদ রায় টিএসআর'র চাকরিতে নিয়োগ প্রত্যাশী ছিলেন। প্রধান অঞ্জনা দেবী ছেলের চাকরি নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিতই ছিলেন। আগে থেকেই কথা বলে রেখেছিলেন বিভিন্ন মহলে। সেখান থেকেও তাকে আশ্বস্তই করা হয়েছিলো। কিন্তু চাকরিপ্রাপকদের চূড়ান্ত তালিকায় আশীর্বাদ রায়ের নাম না থাকায় গোটা পরিবারই ওইদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আশীর্বাদ রায় ক্ষুব্ধ হয়ে মথুরার দলীয় কার্যালয় এবং রাস্তার মাথায় দলীয় কার্যালয়ে হামলা করে আশ্রয় খুঁজিয়ে দেয়। কার্যালয়ের ভেতরকার আসবাবপত্র ধ্বংস করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র ছবি মাটিতে ভেঙে পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। এর পর দিনই বিশালগড় রকের সমস্ত ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

‘ঘণ্টা ঘড়ি যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস’



প্রেস রিলিজ

বিপুল জনআত্মায়, অপ্রতিরোধ্য মোদিকে রুখতে ঘণ্টা ঘড়ি যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস সহ অশুভ শক্তিসমূহ। প্রধানমন্ত্রীর অনিশ্চিত করার প্রয়াসকারী ভারতবাসীর

শত্রু। মোদির মতো সিংহের পথ গাধার দল দ্বারা ঘড়িযন্ত্র করে রাখা কোনোদিনও সম্ভবপর হবে না। দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের সমীচীন জবাব দেবেন। পাঞ্জাব এক কর্মসূচিতে যোগদান করতে গিয়ে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনকে বিপদে ফেলার ঘড়িযন্ত্রের অভিযোগ এনে ভারতীয় জনতা পার্টি আয়োজিত গর্জিয়মান প্রতিবাদ মশাল মিছিল থেকে, পাঞ্জাব কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই সুর ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

রাজ্য সফরে মোহন ভাগবত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ষষ্ঠ সরসংঘাচালক মোহন মাধুকর ভাগবত রাজ্য সফরে আসছেন। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে কে এস সুদর্শন উক্ত পদ থেকে সরার পর শ্রীভাগবত ওই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ৭১ বছর বয়সী আরএসএস প্রধান আগামী ২৩ তারিখ ৪ দিনের রাজ্য সফরে আসছেন বলে খবর। ওই চারদিন তিনি শহরের বাইপাস অঞ্চলের তুলাকানায় অবস্থিত সেবাধামে অবস্থান করবেন। আরএসএসের নাগপুর কার্যালয়ের অসমর্থিত সূত্রের খবর অনুযায়ী, ২৩ তারিখ সকালের বিমানেই রাজ্যে অবতরণ করবেন তিনি এবং ২৬ তারিখ দুপুরের ইন্ডিগো বিমানে নাগপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। হঠাৎ কী কারণে রাজ্যে আসছেন আরএসএস প্রধান? এই প্রশ্নে নাগপুরের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। তবে এটুকু খবর, তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই রাজ্যে আসছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য ৬টি রাজ্য থেকেও প্রায় ২১ জন প্রতিনিধি উনার সফরকালে রাজ্যে আসবেন বলে জানা গেছে। আরএসএসের শাখা সংগঠন বিশ্বহিন্দু পরিষদ, দুর্গা বাহিনী, কল্যাণ আশ্রম সহ মোট ৮টি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মীরা শ্রীভাগবতের সঙ্গে ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য



নিয়মিতকরণে বঞ্চনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়োগনীতি নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের এক জবাবে বিন্মিত অনেকেই। ২০০২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষায় নিযুক্তদের নিয়মিত না করতে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর ভুল যুক্তি দেখাচ্ছে। এমনই দাবি সমগ্র শিক্ষার বেশকিছু শিক্ষকদের। বাস্তব দেববর্মী নামে একজন আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলেন, ২০০২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত শিক্ষকদের এনসিটিই নিয়মানুযায়ী নেওয়া হয়েছে কি না। জবাবে বলা হয়েছে, নিয়মানুযায়ী তাদের নেওয়া হয়েছে। অথচ সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে একই নিয়মে নিযুক্তদের নিয়মিত করা হয়নি। তাদের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, ১৯৭১ সালের নিয়োগনীতি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অথচ, এ নিয়ম প্রযোজ্য হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা দফতরে। ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

ছুটির রাতে কারা দফতরের জিপসি জঙ্গলে কেন?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি।। নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষ পর্যন্ত তার ঠাঁই হলো কারা দফতরে। এখন তিনি কারা দফতরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। দফতরের কারা ইতিহাসে এমন কোনও পদের সৃষ্টি হলো সাম্প্রতিককালে যে পদে বসানো হয়েছে টিসিএস পিন্টু দাসকে। আর চাকরি জীবনের বেশ কয়েক বছর শাস্তি ভোগ করে বাড়িতে থাকার তুলনায় পানিশমেন্ট টাঙ্গফার এবং পদ সামলানো সবকিছুই যেন কারা দফতরে এসে তেলে ঝুলে তুলে নিচ্ছেন নানা কীর্তির জনক পিন্টু দাস। এবার তার নয়া কীর্তি সামনে এসেছে যার সঙ্গে কারা দফতরের কোনও যোগ নেই, কিন্তু কারা দফতরের জিপসি গাড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি। যে গাড়ির নম্বর দিয়ে লেফুঙ্গা থানায় জিডি এন্ট্রি করে রেখেছে পুলিশ। জিডি এন্ট্রি নং-৫৮৫। তারিখ ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১। গাড়ির নম্বর টিআর ০১ এ- ১০২৬। জানা গেছে, ২৫ ডিসেম্বর রাতে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সকলেই মেতে উঠেছিলেন বড়দিনের আনন্দে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষেরা দলে দলে হাজির হয়েছিলেন নানা গাঁজায়। আর এই সুযোগে পিন্টু দাস কোনও এক মতলব নিয়ে কারা দফতরের সরকারি জিপসিকে ব্যবহার করে (সাদা রঙ) লেফুঙ্গা এলাকায় সিখাইয়ের দিকে অভিমুখ করে এক নির্জন জঙ্গলের পাশে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমে টহলরত পুলিশ নিজেদের কোনও এক গাড়ি মনে করে আর



লক্ষ্য করেনি। চলে গিয়েছিলো। একটু পরেই ওই টহলরত পুলিশের মনে হয়েছে গাড়িটি পুলিশের হলেও হঠাৎ করে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? আধা ঘণ্টা সময় পর ঘুরে এসে দেখে জিপসির ভেতরে রয়েছেন সাধারণ পোশাক পরিহিত আরোহী। যাদের দেখে কোনওভাবেই মনে

হয় না তারা পুলিশের লোক। পুলিশের টহলরত গাড়ি তাদের লক্ষ্য করছে এবং মাপকাঁকি নিচ্ছে বুঝতে পেরেই হঠাৎ করে গাড়িটি সিখাই অভিমুখে ছুট দেয়। পিছু নেয় পুলিশের গাড়িও। নম্বর টুকে নেয় কন্ট্রোলরত পুলিশ। আগে জিপসি ছুটছে, পেছনে পুলিশের গাড়ি। এই অবস্থায় কিছু দূর গিয়েই খেই হারিয়ে ফেলে পুলিশের গাড়ি। কারণ, হঠাৎ ভিড়ের মাঝে সাধা রঙের জিপসিটি উখাও হয়ে যায়। ফলে, গাড়িটিকে আর খুঁজে পায়নি টহলরত পুলিশ। থানায় ফিরে এসে এই গাড়িটি সম্পর্কে একটি জিডি এন্ট্রি করে রাখে তারা। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, এই গাড়িটি কারা দফতরের অধীনে রয়েছে এবং এই গাড়িটি চাউনে ওএসডি পিন্টু দাস। সেদিন অফিস ছুটি থাকলেও পিন্টুবাবু এই গাড়িটি চড়েছিলেন। পুলিশের প্রশ্ন, পিন্টুবাবু তাহলে এত রাতে লেফুঙ্গা থানা এলাকার নির্জন এবং জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গাড়িটি রেখে কি করছিলেন? খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, এই গাড়ি থেকে কিছু প্যাকেট নাকি জঙ্গলে নামানো হয়েছে এবং কয়েকজন তা বহন করে নিয়েও গেছে বলে জনাকয় পথচারী দেখতে পেয়েছেন। প্রশ্ন আসতে পারে এই গাড়ি থেকে তাহলে কি নামানো হয়েছে? হতে পারে গাঁজার প্যাকেট, হতে পারে অন্যান্য নেশা সামগ্রী, হেরোইন, রাউন সুগার কিংবা অন্য কিছু। নিঃসন্দেহে এত রাতে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এই গাড়িটি থেকে প্রভু যিশুর কেক নামানো হবে না। বড়দিনের কেক ● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

শুণমানই প্রকৃত পুরস্কার

সিষ্টার

এখন মিক্সড মশলা

নিশ্চিতের প্রতীক

সিষ্টার

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

সোজা স্পার্শ্টা কিসের অপেক্ষা ?

প্রধানমন্ত্রীর ৫০ হাজারের জনসভা হয়ে গেছে। তৃণমূলেরও কয়েক হাজারি রাজভবন অভিযান হয়ে গেছে। পৌষ মাসে হিন্দু শাস্ত্রে বিয়েও নেই। তাহলে কিসের অপেক্ষা? ইতিমধ্যে তো করোনা গোটা দেশেই আতঙ্ক তৈরি করে ফেলেছে। বঙ্গে তো বেহাল অবস্থা। মেঘালয়ের অবস্থাও খারাপ হচ্ছে। তাহলে ত্রিপুরা কার জন্য অপেক্ষা করছে? কবে আর করোনা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন কঠোর হবে? মাস্ক নিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ তো প্রতিদিন ভেঙে চলছে রাজনৈতিক দলগুলি। এই অবস্থায় কি রাজ্য প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন নেই? বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে নৈশ কারফিউ, উইক এন্ড কারফিউ শুরু হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজ আপাতত বন্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। অফিসে ৫০ শতাংশ হাজিরা। বাজার-হাট নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এরাভ্যে তো অন্যত্রিএ। মনে হচ্ছে, ত্রিপুরা যেন ভারতবর্ষের বাইরের কোন উন্নত দেশ। যেখানে কোন করোনার ভয় নেই। যদিও খবর হলো, এরাভ্যে নাকি ওমিক্রন পরীক্ষার সুযোগ পর্যন্ত নেই। ভিনরাজ্য থেকে নাকি ওমিক্রন পরীক্ষা করতে হবে। এই যখন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তখন কিনা করোনা নিয়ে উদাস রাজ্য প্রশাসন। বুধবারও করোনা আক্রান্ত ১.৬২ শতাংশ। টেস্ট সংখ্যা বাড়লে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হতে বাধ্য। এখনও রাজ্যে করোনা নিয়ে না মানুষকে সেভাবে সতর্ক করা হচ্ছে না রাজ্য প্রশাসন কোন কঠোর পদক্ষেপ বা ঘোষণা দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা বা তৃণমূলের রাজভবন অভিযানের পর এখন কিসের অপেক্ষা? এটা তো স্বাভাবিক যে, প্রশাসন কঠোর না হলে মানুষ কোন নিয়ম মানতে চায় না। তাহলে অপেক্ষা কিসের? রাজ্য প্রশাসন যত সময় নষ্ট করবে তত কিন্তু মানুষের বিপদ নেমে আসবে।

মোদির সফরকে পাল্টা কটাক্ষ সিধুর

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি। প্রধানমন্ত্রীর সভাতে কোনও লোকই হয়নি। ফাঁকা চেয়ার পড়েছিল। সেটা চাকরতই নিরাপত্তায় গলদদের বিষয়টি তৈরি করা হয়েছে। এমনই দাবি করেছে পাঞ্জাব কংগ্রেসের প্রধান নভজ্যোত সিং সিধু। ফাঁকা সভায় যোগদান করে লোক হাসানোর থেকে বাঁচতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তায় গাফিলতির কৌশল নিয়েছেন। নভজ্যোত সিং সিধু দাবি করেছেন, ফিরোজপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির সভায় আসলে কোনও লোকই হয়নি। সিধুর সূরে সুর মিলিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চান্নিও। তিনি দাবি করেছিলেন ৭০,০০০ চেয়ার রাখা হয়েছিল পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে মোদির সভায়। তাতে ৭০০ আসনও ভরেনি। এই নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে টুইট করে কটাক্ষও করা হয়েছে বিজেপিকে। বলা হয়েছে ৭০,০০০ কুর্সি আর ৭০০ বান্দে। অর্থাৎ ৭০,০০০ চেয়ার আসর মাত্র ৭০০ জন লোক। ফিরোজপুরের সভা সুপার ফ্লপ হতে চলছেও আঁচ করেছে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তায় গলদের ছুঁতো তৈরি করেছিলেন বলে কটাক্ষ করেছে পাঞ্জাব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে, পাঞ্জাবের সভায় লোক হবে না এটা প্রধানমন্ত্রীর ইংগাতে দেগেছিল। গত ১ বছরেরও বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেননি। সেকারণে পাঞ্জাবের কৃষকরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চায়নি বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। সেটা বুঝতে পেরেই

প্রেরণার উৎস এবং অহংকার’

● **তিনের পাতার পর** হতো। নিজে নিম্ন বর্ণের জাতির হয়ে অদ্বৈত মল্লবর্ণণের মনে বড় আঘাত লেগেছিলো। তাই তিনি নিজ জাতি গোষ্ঠীর হয়ে লড়াইয়ে নানেন তার লেখনীর মধ্য দিয়ে। তিনি শুধু একটি উপন্যাস লেখেই শান্ত হননি। তিনি একাধারে প্রাবন্ধিক ও কবিও ছিলেন। আর্থিক অভাব, সেই সময়ে সামাজিক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সবকিছু মিলিয়েই তাকে অকালো মৃত্যুবরণ অকালে ঘটাতে হয়েছে। কিন্তু জীবনের স্বল্প পরিচয়েও আমাদের জন্য তিনি যে সম্পদ রেখে গেছেন তা আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। আমাদের কর্তব্য হবে তার এই অমূল্য সম্পদকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মননে পৌঁছে দেওয়া। তবেই তার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সার্থক হবে।

কঠিন বললো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

● **তিনের পাতার পর** হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। **ওমিক্রনের লক্ষণ** ৪ ওমিক্রন বৈকল্পক যা প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত করা হয়েছিল তা ছিল হালকা সংক্রমণ যুক্ত। যার ফলে সর্দি-কাশির মত লক্ষণগুলি দেখা যায়। চিকিৎসকদের মতে ওমিক্রন আক্রান্তদের প্রধান লক্ষণ হল, মাথাব্যথা, গলা ব্যাথা, নাক দিয়ে জল পড়া, ক্লান্তিবোধ ও ঘন ঘন হাঁচি হবে। সর্দি বা ফ্লুর মত উপসর্গ দেখা দেবে।

অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন

● **চারের পাতার পর** শাসকদলীয় এক নেতার নামও জড়িয়ে পড়েছে। খোদ এলাকার লোকজন কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়া থানা ঘেরাও করে অভিযোগ করেছেন প্রাপেশ রুদ্রপালকে ঘটনার পর তিনদিন নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই অভিযুক্ত নেতা। তাই তারা অভিযুক্ত ধর্মকের সাহায্যকারীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলেন।

ভূমিকায় তৃণমূলের উম্মা

● **চারের পাতার পর** কবরস্থ করা হবে মুজিবুর ইসলাম মজুমদারকে। এদিন বিমানবন্দর থেকে তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় সুবল ভৌমিকের বাড়িস্থিত তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু সেন, ব্রাতা বসু, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তারা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, ত্রিপুরায় তৃণমূলের প্রথম শহিদ মুজিবুর ইসলাম মজুমদার। তাদের বক্তব্য গত ২৮ আগস্ট কিভাবে তাদের নেতাকে মারধর করা হয়েছিল গোটা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। সেই হামলার কারণেই মৃত্যু হয়েছে মুজিবুর ইসলাম মজুমদারের। বিজেপি দৃকৃতিদের হাতে তাকে খুন হতে হয়েছে বলেও তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করছেন। ব্রাতা বসু জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তারা তড়িঘড়ি ত্রিপুরায় ছুটে এসেছেন। তিনি জানান অতীতক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি মুহূর্তের খবর রাখছেন। তিনি আরো বলেন যেহেতু পূর নির্বাচনে তৃণমূল ২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তাই এ ধরনের ঘটনা হয়তো আগেও ঘটবে। কারণ বিজেপি বুঝে গেছে তারা ক্ষমতায় থাকবে না।

আহ্বান

● **সাতের পাতার পর** করেন। অত্যন্ত উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি। ফুটবলপ্রেমীরা এটাই চায়। বজায় থাকুক ফুটবলের রোমাঞ্চ। এ ক্ষেত্রে ফুটবলারদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি কর্মকর্তাদেরও সমানভাবে দায়িত্ব নিতে হবে।

তেজি পবিত্র’র

● **চারের পাতার পর** নেই। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের একটা ভূমিকা থাকার কথা ছিল। রাজ্যের কৃষি দফতরের এই ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। ফলে রাজ্যের রাবার চাষিরা আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ দাবি করছে রাজ্য কৃষক সভা। পবিত্র কর বলেন, রাজ্যে যেটা কোনো দিন হয় নি সেটা বর্তমান সরকারের সময়ে চলছে। সেটা হল কাঁচা চা পাতার দাম কমিয়ে দেয়া। রাজ্যের চা উন্নয়ন কর্পোরেশন এই কাঁচা চা পাতার দাম কমানোর কাজটি করেছেন। এই কর্পোরেশনের মাথায় বসে আছেন এক বি জে পি নেতা। গত চার বছর এই কর্পোরেশন কাঁচা চায়ের পাতার দাম তো বাড়ানই নি এবার এক ধাপ এগিয়ে আট টাকা কমিয়েছেন। ফলে চা উৎপাদকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। রাজ্য কৃষক সভা চা কর্পোরেশন ও বোর্ডকে তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে দাবি জানাচ্ছে। এক প্রশ্নের উত্তরে পবিত্র কর বলেন, পাঞ্জাবের ফরিদপুরে প্রধানমন্ত্রী সভা করতে পারেন নি। তদন্ত হচ্ছে বেশি মন্তব্য করবেন না বলে পবিত্র কর বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রীরও সভা করার অধিকার আছে তবে কৃষকদের ক্ষোভকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, নিরাপত্তার বিষয়টি শুধুমাত্র পাঞ্জাব সরকারের নয় ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডেরও দায়িত্ব ছিল বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। এদিকে আগামী ৮ জানুয়ারি রবীন্দ্র বন্দ্যে কোন ভেন্ডেশনে অংশ নেবে সারা ভারত কৃষক সভা। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আহ্বানে বন্ধের সমর্থনে প্রচারেও অংশ নেবে। তাছাড়া ১৯ জানুয়ারি থাকবে কর্মসূচি। পবিত্র কর জানিয়েছেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে কৃষক সহ সকল অংশের মানুষের লড়াইয়ে সারা ভারত কৃষক সভা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মতিলাল সরকার, মধুসূদন দাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রহস্যজনক খুন

● **আটের পাতার পর** - কারণ, খুন হওয়ার জায়গায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা থেকেই নেশার আসর বসে। প্রসঙ্গত, নতুন বছরের শুরুতেই হেরিটেজ পার্কের সামনে এই মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে অনেক যুবক-যুবতিদের মধ্যে। কারণ প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত হেরিটেজ পার্কের সামনেই বহু যুবক-যুবতি জমায়েত হয়ে থাকেন। এখানে নেশাব্যব্যও সেবন করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এসবের সঙ্গে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা দেখার দাবি তুলেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

শামি-বুমরাৱা

● **সাতের পাতার পর** ইতিহাস রয়েছে। শুরু তাই নয়, এই মাঠের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন দলের বর্তমান কোচ রাল্ফ দ্রাবিড়। শতরান করে ওচায়াবাসকে প্রিয় মাঠের তালিকায় রাখতে সফল হয়েছিলেন কোহলিও। এবার বল হাতে জ্বলে উঠেছিলেন শার্দূল ঠাকুর। প্রথম ইনিংসে একাই সাতটি উইকেট তুলে নিয়ে নজির গড়েন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়াদের ব্যাটই লাইন আলো চিড় ধরাতে বার্থে ভারতীয় বোলাররা। একটি করে উইকেট নেন শামি, শার্দূল ও কেশিন।১১ জানুয়ারি থেকে কেপটাউনে শেষ টেস্ট। সেখানেই নির্ধারিত হবে টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে কি আদৌ টেস্ট সিরিজ জয়ের ইতিহাস গড়তে পারবে ভারত? তারই উত্তর দেবে কেপটাউন।

মোহন ভাগবত

● **প্রথম পাতার পর** গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। মুম্বাইয়ের জনতা কলেজের বিজ্ঞান স্নাতক এবং নাগপুরের সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের প্রাক্তনী শ্রীভাগবতউনার সফরকালো শংকর চৌমুহনিস্থিত কেশব মন্দিরেও একদিন আসবেন বলে অসমর্থিত সূত্রটি জানিয়েছে। তবে, এখন প্রতিদিন করোনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক এবং বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব গাইডলাইন জারি হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে আরএসএস প্রধানের সফর পিছালোও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ময়ূক আকাশ-র দাপটে জয়ী অনুরাগী

● **সাতের পাতার পর** দেয় মর্ডান-কে। শৌশালীয়ভাবে ব্যর্থ হয় মর্ডান-র ব্যাটসম্যানরা। যদিও প্রাথমিক পর্বে দলটি ভালোই খেলেছিল। কিন্তু সুপার সিক্সে প্রত্যাশিত ছন্দে দেখা গেলো না তাদের। টসে জিতে মর্ডান প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ২৬.৪ ওভারে মাত্র ৪২ রান করতে সক্ষম হয় তারা। সর্বোচ্চ ১৩ রান করে দীপ দে। এডিনগরের হয়ে সৌরভ সরকার ৩টি এবং সুশোভন চক্রবর্তী ২টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৯.২ ওভারে মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় এডিনগর। ৮ উইকেটে জয় পায় তারা। বিজয়ী দলের হয়ে সোমরাজ দে ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রানে অপরাজিত থাকে। এছাড়া দীপ ঘোষ করে ১০ রান। মর্ডান-র হয়ে ২টি উইকেটই তুলে নেয় পার্থিব দাস।

বারের অনুমোদন দিল প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর** আইন নিজের হাতে ভাঙবে এই নিয়ে প্রতিবাদী কলম’র নিজস্ব তদন্তে উঠে এসেছে এক গুচ্ছ তথ্য। জানা গেছে, নিগমে কাউন্সিলারের পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত এক প্রার্থীর বাড়ি মানে ডাকসাইটে সাহা পরিবারের আছে হয়েছে এই অনুমোদন। অতি সাধারণভাবে প্রশ্ন আসে, খাবারের দোকান বা কাপড়চোপড়ের দোকান পেরিয়ে যারা পানশালায় যাওয়া-আসা করবে তারা এই পথ দিয়ে কি চেহারায ফিরবেন? তাদের আসা-যাওয়া দেখে যদি কাপড় দোকানের খন্দের পালিয়ে যায় তাহলে কাপড় বিক্রি হবে কি? আলাদা রেস্তোরাঁ রাখার যে আইন আছে তা কিভাবে বসায় করেন নিগমের আধিকারিক? ঘুরের বিনিময়ে কি? দুইটি বার-এর জন্য যে আলাদা পার্কিং স্পেস করতে হবে বলে নিয়েমে বলা আছে তাই বা কি করে করা হবে? সেই জমি আসবে কোথা থেকে? এক সোনারতরীর সুরা রসিকদের নিয়ে প্রাণান্ত পশ্চিম থানা এবার কি সিটি সেন্টারে টিএসআর মোতায়েন করবে? নাকি প্রশাসন আর এক প্রস্ত উজ্জ্বল্লা আহ্বান করে আনছে? আগরতলায় এখন অন্য ফিসফাস গুণগুণ। যে তৃণমূল প্রার্থীর জয় পরাজয় নিয়ে এতো মারামারি, ধাক্কাধাক্কি সেইসব কিছুই কিন্তু টাকার ছায়ায় একবারে বাপসা হলো। প্রতিটি অনুমতির জন্য দুই কোটি হিসাবে চার কোটি টাকার ঘূস আদৌ কার পকেটে গেলো সেই হিসাব কি কেউ কোনওদিন জানতে পারবেন?

নিয়মিতকরণে বঞ্চনা

● **প্রথম পাতার পর** শিক্ষা দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালের এনসিটিই নির্দেশিকা মানা হয়নি ২০০২ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিত করার ক্ষেত্রে। তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে ১৯৭১ সালের নিয়োগনীতি। একই যাত্রায় পৃথক ফল সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বেলায়। এনসিটিই ২০০১ সালের নিয়মানুযায়ী যোগ্যতা থাকার পরও সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের সরকার নিয়মিত করেনি। আইন সবার জন্য সমান রইল না। সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে হতাশ সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা। সব কা সাথ সব কা বিকাশ মন্ত্রে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদেরও নিয়মিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই শিক্ষকদের আরও বক্তব্য, রাজ্য সরকার বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে নিযুক্ত ২০০৭, ২০১২ সালে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিত করেছে। একই সময়ে সমগ্র শিক্ষায়ও বহু শিক্ষক নিয়োগ হয়েছেন। তারা এখনও চুক্তির ভিত্তিতে চাকরি করছেন। ২০১২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকরা বিএড অথবা টেট উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আসেনি। অথচ রাজ্য সরকার সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত করার ক্ষেত্রেও টেট উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলছে। একই সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে নিযুক্তদের নিয়মিত করতে ১৯৭১ সালের নিয়োগনীতি মানা হয়েছে। অথচ সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের বেলায় এ নিয়ম মানা হয় না।

অভিশাপ নেমে এলো মায়ের জীবনে

● **প্রথম পাতার পর** প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের বৈঠকে ডেকেছিলো পঞ্চায়েত সমিতি। জানা গেছে, প্রধান অঞ্জনা রায় ছেলের চাকরি না পাওয়ার শোকে উপপ্রধান এবং অন্যান্য সদস্যদেরকে সেই বৈঠকে না যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলো প্রধান। পাটি অফিসে আগুন এবং ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দলের রাজ্য সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ সমেত অন্যান্য কার্যকর্তারা ছুটে যান রাস্তার মাথা, মথুরাণ এবং কলনাসাগরে। পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তখনই অঞ্জনাদেবীকে প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং শীঘ্রই প্রধানকে পদত্যাগ করতেও বলা হয়। আপাতত উপপ্রধানকে প্রধানের দায়িত্ব সামলানোরও নির্দেশ থানা দেওয়া হয়। কিন্তু সপ্তাহ গড়িয়ে গেলেও প্রধান অঞ্জনা রায় তার পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। এরপরই এ নিয়ে অন্যান্য কার্যকর্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। বৃহস্পতিবারের বিষয়টি নিয়ে বৈঠক হয় দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে। এরপরই দলের ভরফে অঞ্জনাদেবীকে শীঘ্রই পদত্যাগের নির্দেশ জানানো হয়। অঞ্জনাদেবী জানিয়েছেন, তিনি শুক্রবার পদত্যাগ করবেন। দলের তরফে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি পেতেই হবে। তিনি প্রধান হন কিংবা বিধায়ক কিংবা মন্ত্রী। অঞ্জনাদেবীর ঘটনাটি উদাহরণ হয়ে থাকবে বলেও বিজেপি নেতৃত্ব দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়েছে।

‘ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস’

● **প্রথম পাতার পর** চড়ালের মুখামন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন প্রতিবাদ মুখরিত মশাল মিছিলটি কৃষ্ণগরাস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রশ্নে কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শেষে প্যাড়াভাইস চৌমুহনিতে এক সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, কারামন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, মেয়র দীপ্ত মজুমদার সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃৃত্বগন। উল্লেখ্য, গতকাল পাঞ্জাবে এক কর্মসূচিতে যোগদান করতে গিয়ে ভারতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনার সম্মুখীন হন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সফর সূচি সম্পর্কে পাঞ্জাব সরকারকে অনেক আগেই অবহিত করা হলেও ভারত পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কনভয়েজ। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রী গিরমার্গ পদে আসীন ব্যক্তির নিরাপত্তাজনিত ক্রটি নিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড়। দেশজুড়ে এই প্রতিবাদের চেউ আছড়ে পড়েছে ত্রিপুরাতেও। এই ঘটনার পেছনে কংগ্রেস পরিচালিত পাঞ্জাব সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকেই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। উল্লেখ, আজ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোন্ডিন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হন। প্রতিবাদ মশাল মিছিল থেকে মুখামন্ত্রী অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী রেন্দ্র মোদির মত মহিরবংশে গন্তব্যপত্র প্রতিবন্ধকতা তৈরীর লক্ষ্যে, বীরভূমি পাঞ্জাবে সফররত প্রধানমন্ত্রীর, জীবন বিপন্ন করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছে কংগ্রেস। যা ভারতের ইতিহাসে এক নাক্বারজনক নজির। মোদির সুযোগে নেতৃত্বে সার্বিক সমুদ্রির পথে ভারত জ্রততার সাথে অগ্রসরমান। বিভিন্ন নির্বাচন এবং জনসমর্থনের দিক দিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে আটকাতে না পেরে, এবার নোংরা রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য অন্তত শক্তিশূলি। তিনি বলেন, কংগ্রেস সরকার পরিচালিত পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষা নিয়ে কাপুরুষম্য এবং ষড়যন্ত্রমূলক যে ঘৃণ্য চক্রান্ত রূপায়িত করার প্রয়াস হয়েছে, তা নাক্বারজনক ও ভারতীয় রাজনীতিতে অশোভনীয়। কোটি কোটি ভারতবাসীর আশীর্বাদবনা প্রধানমন্ত্রীর অনিস্তি সাধনের প্রচেষ্টা কখনোই স্বার্থক হবে না। রাজনীতির এই ইন্দ্ৰাভিমুখিতা কখনোই কাক্ষিও নয় বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন মুখামন্ত্রী। এক নতুন ও সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণের পথপ্রণেতা ও জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু ও কল্যাণার্থে প্রত্যেকে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার কাছে আগামী এক সপ্তাহে প্রার্থনা করার আহ্বান রাখেন মুখামন্ত্রী। সপ্তাহব্যাপী সারা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেও এদিন দপ্তরে রাজধানীর প্রগতি রোডস্থিত কালীবাড়িতে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্থায়্য কামনা করে প্রার্থনা করেন। তিনি জানান, আমরা ১১ জানুয়ারি বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা রাজ্য সফরে এসে, আগামীর দিশানির্দেশনা ও প্রবাহমান বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে সন্বেদন করবেন।

দফতরের জিপসি জঙ্গলে কেন?

● **প্রথম পাতার পর** নামানো হবে না। ছুটির দিনে পিন্টুবাবু সরকার জিপসিটি কেন ব্যবহার করেছিলেন, এই নিয়ে কারা দফতর থেকে তাকে প্রশ্ন করা যেতেই পারে। কিংবা আইজি প্রিজন্ কার্যালয়ে যেহেতু গাড়িটি রাখা থাকে, সেহেতু সেখানকার ভিডিও ফুটেজ দেখে এই গাড়িটির গতিবিধি সম্পর্কে পিন্টুবাবুর কাছ থেকে কৌফিং তলব করা যেতে পারে। যেহেতু লেভুছড়া থানার পুলিশ এই গাড়িটির নম্বর দিয়ে জিডি এন্ট্রি করেছে সেহেতু গাড়িটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জোগাড় করা কারা দফতরের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে যায়। কিন্তু এলাভও পর্যন্ত কারা দফতরের তরফে এমন কোনও উন্মোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে পিন্টু দাস যে নানা দফতর ঘুরে এসে কারা দফতরে বেশ জীকিয়ে এবং জমিয়ে বসেছেন আর এক্ষেত্রে অনেকটাই প্রশ্নয় পেয়েছেন আইজি প্রিজন্ অসিতি মজুমদারের। এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন দফতরের প্রায় প্রত্যেকেই। ফলে, অনেকে অনেক কিছু জানার পরেও ইচ্ছা করেই ইস্তিফা করেই বিশেষকৈ বেশি কিছু বলতে চান না, কোনও লাভ হবে না বলে। কিন্তু কারা দফতরের গাড়ির নম্বর দিয়ে লেভুছড়া থানায় জিডি এন্ট্রি হওয়ার পর দফতর সম্পর্কেই এবার প্রশ্ন উঠে যেতে শুরু করেছে।

চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক কর্মসূচির

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতালে ৩ জন, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে ১০ জন, মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে ৭ জন, রেলওয়ে স্টেশনে ২ জন, আধুনিক মানসিক হাসপাতাল এবং নার্সিং হোম মিলিয়ে ৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা শনাক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, পশ্চিম জেলার সিএমও কন্ট্রোল রুমে ১ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা শনাক্ত। পশ্চিম জেলায় প্রতিদিন হু-হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের খবর না থাকলেও যেভাবে প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিগুলোতে লাগাম আনা প্রয়োজন বলে সাধারণ মানুষ মনে করেন। গত ৭-৮ দিনে ব্যাপক হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে শুধু পশ্চিম জেলাতেই। তথ্য ঝাঁটলে দেখা যাবে, গত ২৯ তারিখে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন যতজন, তার মধ্যে শুধু পশ্চিম জেলার ছিলেন ৪ জন। পরের দিন অর্থাৎ ৩০ তারিখ সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ৫-এ, ৩১ তারিখ এই সংখ্যাটি হয় ১৫। বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ১১, দুই তারিখ ৪ এবং ৩ তারিখ ২৩ জন। ৪ এবং ৫ তারিখ মিলিয়ে মোট ৫০ জন পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ৬ তারিখ শুধু পশ্চিম জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন যতজন, তার মধ্যে পশ্চিম ময়দানে শাসক দল বিজেপির একটি বিশাল জনসভা আয়োজিত হয়। তারপর পুনরায় বৃহস্পতিবার একটি শাশাল মিছিল। মাঝে তৃণমূল কংগ্রেসেরও একটি কর্মসূচি পালিত হয় গত বুধবার। করোনার নাম করে তৃণমূল কর্মীদের পুলিশ গ্রেফতার করলেও শাসক দলের ক্ষেত্রে বিগত দু’বছরের গোষ্ঠী প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ঠিক উল্টো। মহাকরণে বসে রাজ্যের এক মন্ত্রী কোভিড নিয়ে সম্প্রতি নানা জ্ঞান-গৌড়ার আলোচনা করেছেন। এইটুকুই যা। আগামীতেও করবেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচি বনাম প্রশাসনিক বৈঠকগুলো করোনাকে নানাভাবে বুড়ো আঙুল দেখাবে। আদতে ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষের। প্রাণ যাবে সাধারণ মানুষেরই। গত দু’বছর ধরে তাই হয়ে আসছে।

ভর্তা চুরি!

● **প্রথম পাতার পর** চড়িলামে এখন পর্যন্ত অর্থ বিচ্যুতি ঘটেছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৪০৫ টাকা। এই চিত্র সামনে এনেছে তারই অধীনস্থ সোশ্যাল অডিট ইউনিট। জানা গেছে, চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলের মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে কোনও সোশ্যাল অডিটই হয়নি। ফলে এই বছর কোনও আর্থিক বিচ্যুতিও ধরা পড়েনি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সোশ্যাল অডিট হয়েছে মাত্র ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে সোশ্যাল অডিট হয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সোশ্যাল অডিট হয়েছে মাত্র ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৮৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৪৪ টাকার কোনও হিসেব পাওয়া যায়নি। ২০২০-২১ অর্থ বছরে হিসেব আসেনি ২৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৪২ টাকার। বর্তমান অর্থ বছরের ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত টাকা মেলেনো যায়নি ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯১৯ টাকার। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চড়িলাম বিধানসভার ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কোথাও কোনও সোশ্যাল অডিট হয়নি। ফলে এই আর্থিক বছরে বিচ্যুতিও সামনে আসেনি। কিন্তু যেভাবে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৪০৫ টাকার হেরাফেরি সামনে এসেছে সেহেতু এর সঙ্গে যুক্ত কর্মী-আধিকারিক প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই মামলা হওয়ার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই কারো বিরুদ্ধে কোনও এক্সআইআর করা হয়নি। কোনও কর্মচারীকে এর জন্য সাপেক্ষও করা হয়নি। যেহেতু এক্সআইআর হয়নি, সেহেতু এ নিয়ে আর কোনওরকম তদন্তও হবার কথা নয়। ফলে এই বিশাল পরিমাণ কোলেক্টারি এমনতিতেই ঢাকা পড়ে যাবে এনোটিং বক্তব্য সংশ্লিষ্টদের। উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রামোন্নয়ন দফতরের দায়িত্বে থাকলেও তিনি তার সরকারি কোষাগার দানছবের মতোই উড্ডাজ করে রেখেছেন বলে স্থানীয় মানুষেরা জানিয়েছেন। তবে তাদের বক্তব্য, এভাবে সরকারি কোষাগার কর্তা আসলে খুলে রেখেছেন তাদের জন্যেই যারা তার ডানে-বায়ে, সামনে-পিছনে ঘিরে থাকেন সারাক্ষণ। এত বিশাল অকসের রেগার টাকা হেরাফেরি না করে সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্মবিবসের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলে গরিব অংশের মানুষেরা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারতেন বলে তাদের মত। তাদের অনুযোগ, কর্তা যদি বৈষম্যের মতো উদাস ভাবে এদিক-ওদিক না ঘুরে এবং কানে না দেখে একটু চোখেই দেখতেন তাহলে এলাকার শ্রমিকেরা প্রতিদিন গাড়ি ভর্তি হয়ে আগরতলার বর্তিতলা গোলাক্করে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ না পেয়ে আবার বিফল মনোভাখে চড়িলাম ফিরে যেতেন না। গ্রামে থেকে তারা রেগার কাজের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিতে যেমন ভূমিকা নিতে পারতেন তেমননি নিজেরে পরিবারে রুজি-রোজগারও বাড়াতে পারতেন। কিন্তু এলাকার শ্রমিকদের একটি বড় অংশই এখনও প্রতিদিন সকালে গাড়ি বোঝাই করে দা, খন্তি, কোদাল, শাবল ইত্যাদি নিয়ে বর্তিতলা মহাদেববাড়ির সামনে জড়ো হয়ে থাকেন। কোনও দিন কাজ পেলে বাড়িতে চাল, ডাল নিয়ে যেতে পারেন আর কাজ না পেলে অভুক্ত পেটে গাঁটের কাঁচ খরচ করে ফের বাড়ি চলে যেতে থাকেন। আর এদিকে রেগার টাকা মেরে পাচ্ছে হাঙর-রাঘববোয়ালেরা। কর্তা উদাসভাবে এলাকা ঘুরছেন, উন্নয়নের চিত্র দেখছেন।

দফতরের স্লথ গতি

● **পাঁচের পাতার পর** রাস্তা দিয়ে বনা হাতিকে তাড়িয়ে জঙ্গলে পাঠানো হবে। ওইসব এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, ডিএম কলোনি, ডিএম পাড়া, চান্দপ্লাই-সহ বিভিন্ন বিজয়ী এলাকা। বন দফতরের এক আধিকারিক জানান,পর্বতবিক্ষণের কাজ শেষ হলেই হাতি তাড়ানো আসবে বা বনা হাতির আতঙ্কে থাকা এলাকার মানুষজন কতটা পরিত্রাণ পাবে সেটাই এখন দেখার ব্যাপার।

প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে রাজধানীর প্রগতি রোডস্থিত মেহের কালীবাড়িতে বৃহস্পতিবার পূজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল কংগ্রেস সরকার পরিচালিত পাঞ্জাবে

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে নিরাপত্তাজনিত যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন গোটা দেশের মানুষ তা নিন্দনীয়। পাঞ্জাব তথা সমগ্র দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়ে তার সমুচিত জবাব দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মতো সমৃদ্ধ নতুন ভারতের নির্মাণ প্রগতি ও

জনকল্যাণে উৎসর্গিত ব্যক্তির অনিস্ট সাধনের চেষ্টা কোনওভাবেই স্বার্থক হবে না। রাজনীতির এই নিম্নাভিমুখিতা কোনওভাবেই প্রত্যাশিত নয়। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য সবার প্রতি আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

মণিপুরের প্রচারে প্রতিমা আসছেন নাড্ডা, আসবেন অমিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি। আসন্ন মণিপুর রাজ্যের নির্বাচনকে সামনে রেখে পাখির চোখ বিজেপির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মণিপুরে ঘাঁটি

অংশ নিয়েছেন। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহাও সেখানে যাচ্ছেন প্রচারে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে মণিপুরকে নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে বিজেপি শিবির। এদিকে

জানুয়ারি আগরতলায় কর্মসূচি। তার ১০ দিন পর আগামী ২১ জানুয়ারি রাজ্যে আসবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে শাহ'র সফরকে ঘোষণা না করলেও সেদিন পূর্ণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রচারে বাড় তুলেছেন বিজেপিতে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় বিজেপিতে বাঘ, সিংহ আছে। তবে বর্তমানে তৃণমূলের তাবড় তাবড় নেতাদের রাজ্য সফরে যে প্রচার চলছে সেই নিরিখে বিজেপির সর্বভারতীয় স্তরের নেতাদের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরে 'ডাবল ইঞ্জিনের' সুফলের ব্যাখ্যা এখন ময়দানেও প্রচারক বিজেপির। সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজনৈতিক মোকবিলায় বিজেপি রাজ্য নেতাদের চেয়ে ভরসা বেশি কেন্দ্রীয় নেতাদের। শুধু তাই নয়, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগেই ময়দান যেন দখল করেই প্রচার তেজি শাসক বিরোধী শিবিরের।

কুয়াশায় বিপদ, আহত দুই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ জানুয়ারি। কুয়াশার কারণে প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা ঘটছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বিশালগড়-কমলাসাগর সড়কে অটো এবং বাইকের সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হন দু'জন। তবে আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাদের আগরতলায় রেফার করা হয়। জানা গেছে, বাইক আরোহী মাছ নিয়ে কোনাবন থেকে সেকেরকোটের দিকে আসছিলেন। আর অটোটি রাস্তারমাথা থেকে মধুপুরের দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু কুয়াশা আর রাস্তা অন্ধকার হয়ে থাকার ফলে বাইক চালক কিংবা গাড়ি চালক কেউই দুর্ঘটনা এড়াতে পারেননি। তবে এক্ষেত্রে দু'জনেরই যে গাফিলতি আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাদের রেফার করা হয় আগরতলায়।

পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আগামী ১০ জানুয়ারি তিনি রাজ্যে আসছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ১১

সুকুমারের পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জানুয়ারি। হাতির আক্রমণে নিহত সুকুমার দেবনাথের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। এদিকে, নিহতের বাড়িতে যান কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। তিনি ঘিলাতলি পঞ্চায়েতের বাগবেরস্থিত সুকুমার দেবনাথের বাড়িতে গিয়ে পরিজনদের সমবেদনা জানান। পাশাপাশি আশ্বাস দিয়েছেন ওই পরিবারটিকে সরকারি সাহায্য প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় সুকুমার দেবনাথের।

মিছিল সংগঠিত হয়। এদিন সোনামুড়া/খোয়াই/ধর্মনগর/গন্ডাছড়া/বিলোনিয়া, ৬ জানুয়ারি। পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে দেওয়ার ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সরহ হয়েছে বিজেপি। সারা দেশজুড়ে বিজেপি সেই প্রতীকার প্রতিবাদে দুই দিনব্যাপী সংগঠিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মন্ডলে পৃথক পৃথকভাবে বিজেপি'র নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে মশাল

দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিয়া, দেবরত ভট্টাচার্য প্রমুখ।



মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাব্বানা চাকমা, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র

অপরদিকে খোয়াইয়েও মন্ডল কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল

‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ আমাদের গর্ব ও প্রেরণার উৎস এবং অহংকার’

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি। অদ্বৈত মল্লবর্মণ একজন রাত্তা শ্রেণির প্রাণপুরুষ, আমাদের গর্ব ও প্রেরণার উৎস এবং অহংকার। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনাচক্র সভাপতির ভাষণে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস একথা বলেন। তিনি বলেন, এই লেখকের লেখনীর প্রচার বা প্রসার তেমনভাবে হয়নি। কেমতলির একটি নির্দিষ্ট গভিতে তার জন্মদিন পালনের মধ্যেই তার বিস্তৃত জীবনের কথা বেরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিলো। তার মতো একজন প্রতিভার কথা আজও মানুষ প্রচারের অভাবে জানতে পারেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের অমূল্য প্রতিভার কথা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তার জীবনী ও লেখা নিয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করতে শুরু করে। প্রথম দিকে তিনটি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু করা হয়। এখন প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচি আয়োজিত হচ্ছে। তিনি বলেন, নিম্নবর্ণের সুবাদে তার লেখনীকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সরকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো এমন একজন প্রতিভাবান লেখকের লেখাকে ব্যাপক হারে প্রচারে নিয়ে আসতে চায়। প্রকাশ্যে আনতে চায় তার সংগ্রামের জীবন কাহিনিও। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে সাধারণ শ্রেণির দলিত অংশের ছেলেমেয়েদের মনে সুশিক্ষার প্রেরণাও যোগাতে চায়। আলোচনাচক্রের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিধায়ক রেবতী মোহন দাস বলেন, রাত্তা জীবনের মহাকাব্য ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এর স্তম্ভ কথা সাহিত্যিক হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার লেখায় তিতাস নদীর পাড়ের জালো-মালো, নমঃশুদ্র ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির জাতির কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে অত্যন্ত মর্মভেদী ভাষায়। এক সময় ছিল যখন নিম্নবর্ণের মানুষেরা রাস্তা দিয়ে গেলে তাদের ছায়াও যদি উচ্চবর্ণের মানুষের হাতে লাগতো তাদের জাত গেছে বলে তাদের গালি দেওয়া হতো। এমনকী এজন্য কঠিন শাস্তিও দেওয়া

● **এরপর দুইয়ের পাঠায়**

স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর আহ্বান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি। রাজ্যে রক্তদান একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। রক্তদান মানে মানব ধর্ম পালন করা। আজকের দিনে মানব ধর্ম পালন করাই হলো সবচেয়ে বড় কাজ। বৃহস্পতিবার জিরানিয়াস্থিত বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার রক্ত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, রক্তের বিকল্প এখন পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে

পারেননি। মানুষের মাধ্যমে রক্তদান করে এর চাহিদা পূরণ করা হয়। আজ প্রতি দুই সেকেন্ডে এক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। রাজ্যে রক্তের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার, আনিমিয়া, অপারেশনের রোগী কিংবা দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। কারোর প্রয়োজনে রক্ত দিতে পারলে মনে একটা মানসিক শান্তি, তৃপ্তি আসে। তিনি স্বামীজির জীবনে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর এই বাণী উচ্চারণ করে বলেন, আমরা কেউই ভগবানকে দেখি না। মানুষ রপেই ভগবান বিদ্যমান। মানুষের সেবা করলেই ভগবানকে

সেবা করা হলো। মানুষকে খুশি করলেই ভগবানকে খুশি করা হলো। তাই তিনি রক্তদানের মতো মহৎ কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি স্বামীজীর জীবন স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি নিজের জন্য সেবা করে গেছেন। তিনি আরও বলেন, রক্তদান একটি সামাজিক কাজ। তিনি যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে থাকতে আহ্বান জানান। কারণ নেশা হলো একটা অভিশাপ। রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দিতেই এই প্রকল্প আনা হয়েছে। তিনি বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র বসাক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান রীতা দাস, কাউন্সিলার দুলাল চন্দ্র দাস, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি তপন দাস, সম্পাদক হারাধন সাহা, বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন পাবলিক চ্যারিটবল ট্রাস্টের সম্পাদক সুজিত বরণ সাহা প্রমুখ। এই রক্তদান শিবিরে ১৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

দ্বিগুণ হারে সংক্রমণ বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি। করোনা সংক্রমণ ২৪ ঘণ্টায় দ্বিগুণের উপর বেড়ে গেলো রাজ্যে। দেশের সঙ্গে পাক্ষা দিয়ে ত্রিপুরাও সংক্রমণের তালিকায় এগিয়ে যাচ্ছে। বুধবারই ২৪ ঘণ্টায় ৪৬জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার পরই এই সংখ্যা উঠে দাঁড়ায় ৮৩জনে। যদিও যেভাবে পজিটিভ রোগী শনাক্ত হচ্ছেন সেইভাবে সোয়াব পরীক্ষা বাড়ছে না স্বাস্থ্য দফতর। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ৩ হাজার ১৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে ৫২৮ জনেরই শুধুমাত্র আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা করাণো হয়েছে। সংক্রমণের হার এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৭.৫ শতাংশে। সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন পশ্চিম জেলায় ৪৭জন। উনেকোটি জেলায় ১০, উত্তর জেলায় ৯, ধলাই জেলায় ৬, দক্ষিণ জেলায় ৭, তার গোমারী তিতাস নদীর পাড়ের জালো-মালো, নমঃশুদ্র ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির জাতির কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে অত্যন্ত মর্মভেদী ভাষায়। এক সময় ছিল যখন নিম্নবর্ণের মানুষেরা রাস্তা দিয়ে গেলে তাদের ছায়াও যদি উচ্চবর্ণের মানুষের হাতে লাগতো তাদের জাত গেছে বলে তাদের গালি দেওয়া হতো। এমনকী এজন্য কঠিন শাস্তিও দেওয়া

● **এরপর দুইয়ের পাঠায়**

ইতিমধ্যেই নাইট কারফিউ জারি হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল শনাক্ত সংক্রমিত রক্ত হারে বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের টিকাকরণ চলছে। যদিও এখন স্বাস্থ্য সন্ত্রাস দফতরের হিসেবে রাজ্যে গুমিক্রনের কোনও রোগী পাওয়া যায়নি। এর পরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে করোনা। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য পর্যন্ত রাজ্যে জিহেতে হওয়া পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ২৫৬জন। কোভিড বিধি রাজ্যে যে কোনওভাবেই মানা হচ্ছে না তা শাহনওয়াজের বাজার গুলিতে ভিড় দেখলেই বুঝা যায়। প্রশাসনও সতর্কত আপেক্ষা করছে আক্রান্ত রোগী বেড়ে যাওয়ার দিকে। কারণ, ডিসেম্বরেই রাজ্য সরকার মাস্কের বিরুদ্ধে অভিযান করার কাগজে কাকমে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু শাসক দলের নেতাদেরই সমাবেশ, সভায় মাস্ক বিহীন যোরাফেরা করতে দেখা যায়। অথচ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেই। বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় ৪৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদের বেশিরভাগই আগরতলায়। শহরে আক্রান্ত যে দ্রুত ছড়ছে এই ঘটনায় পরিস্থিতি তবুও কোনওভাবেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কড়া নির্দেশিকা আসেনি। দেশে ২৪ ঘণ্টায় আগরতলায়ও বেড়েছে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ভিড় রুখতে প্রশাসন তেমনভাবে কোনও নির্দেশিকা জারি করেনি।

লোকজনদের উপর তেমন কোনও কড়া নির্দেশিকা নেই। যে কারণে প্রত্যেকদিনই গুমিক্রন আক্রান্ত রাজ্যগুলি থেকে ত্রিপুরায় লোকজন সহজেই আসছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় ৫৬ শতাংশেরও বেশি পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন আরও ৩২৫জন সংক্রমিত রোগী। সংক্রমণের রোগী বেড়েছে সাড়ে ছয় শতাংশ। সুস্থতার হারও সামান্য নেমেছে ২৪ ঘণ্টায়। একই অবস্থা ত্রিপুরায়ও। ইতিমধ্যেই ২৬টি রাজ্য এবং অঙ্গরাজ্যে গুমিক্রন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। গুমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ২ হাজার ৬৩০ জনে গিয়ে পৌঁছেছে। সবচেয়ে বেশি গুমিক্রন আক্রান্ত মহারাষ্ট্রে। এদিন পর্যন্ত দেশের ২৮টি জেলায় পজিটিভের হার ১০ শতাংশের উপর। এটি ভীষণ মারাত্মক। এদিকে, ত্রিপুরায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বাড়লেও কোনওভাবেই বন্ধ হচ্ছে না সভা এবং মিছিল। জমায়েত বন্ধ করতে সরকার কোনও কড়া নির্দেশিকা দিচ্ছে না। কি কারণে সরকার এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত রুখতে বিধিনিষেধ আরোপ করছে না তা নিয়ে অনেকে মনে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সফরের পর থেকে আগরতলায়ও বেড়েছে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে ভিড় রুখতে প্রশাসন তেমনভাবে কোনও নির্দেশিকা জারি করেনি।

ব্যাকের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

চট্টগড়, ৬ জানুয়ারি। সিবিআই-এর ফাঁদে অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রণব গুপ্ত এবং বিনীত গুপ্ত। এক হাজার ৬২৬ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিবিআই। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাঁদের মালিকারীদ ফার্মসিউটিভাল সংস্থা, প্যারাবোলিক ড্রাগসের জাল নথি ব্যবহার করে একাধিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই মামলায় সিবিআই প্যারাবোলিক ড্রাগস, প্রণব, বিনীত এবং আরও ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সেস্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং আরও ১১টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর অভিযুক্ত আত্মঘ্যের একাধিক আত্মনায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাঁদের আন্তান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি-সহ ১.৫৮ কোটি নগদ পাওয়া গেছে বলেও সিবিআই জানিয়েছে। অভিযুক্ত ভাইদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক যড়ভ্রম এবং জালিয়াতির মতো অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে সিবিআই। অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রবীত গুপ্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রণব গুপ্তকে সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেখা যায়। তাঁরা ১৯৯৬ সালে প্যারাবোলিক ড্রাগসের প্রতিষ্ঠা করেন।

মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট ও কল সেন্টার প্রকল্প চালু হচ্ছে : মন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি। রাজ্যের সমস্ত প্রকার পশুপাখির সুস্বাস্থ্য এবং রোগ সংক্রমণের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য রাজ্যে শ্রীদ্বই মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট ও কল সেন্টার প্রকল্প চালু হতে চললে। এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চলতি ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রাথমিকভাবে রাজ্যকে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করেছে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত

ঘণ্টা পরিবেশা প্রদানে নিয়োজিত থাকবেন। মন্ত্রী শ্রীদাস জানান, এই আ্যমূল্যগুলি একটি কেন্দ্রীয় কল সেন্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। গ্রামের কোনও কৃষক (প্রাণী পালক) একটি সুনির্দিষ্ট টোল ফ্রি নম্বরে কল করার সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকায় কর্তব্যরত প্রামাণ্য চিকিৎসকের কাছে কল চলেই যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক, সহ চিকিৎসক এবং চালক সহ আ্যমূল্যে কৃষকের (প্রাণী পালকের) বাড়িতে পৌঁছে যাবে এবং অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসা



সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানে ১২টি আ্যমূল্যে প্রদান করা হয়েছে। এই ১২টি আ্যমূল্যে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাৎসরিক খরচের ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। বাকি ১০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করবে। ১২টি আ্যমূল্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পরিচালনা করবে। প্রতিটি আ্যমূল্যে-এ একজন প্রাণী চিকিৎসক, একজন প্রাণী চিকিৎসা সহায়ক এবং একজন চালক ২৪

পরিবেশা প্রদান করবে। সমস্ত প্রকারের আধুনিক প্রাণী চিকিৎসা ব্যবস্থা কৃষকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করার মূল উদ্দেশ্য বলে মন্ত্রী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী আরও জানান, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রাম-শহর এলাকার মানুষকে স্বচ্ছল করা যায় তার জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া

রাজ্যজুড়ে বিজেপি'র মশাল মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া/খোয়াই/ধর্মনগর/গন্ডাছড়া/বিলোনিয়া, ৬ জানুয়ারি। পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে দেওয়ার ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সরহ হয়েছে বিজেপি। সারা দেশজুড়ে বিজেপি সেই প্রতীকার প্রতিবাদে দুই দিনব্যাপী সংগঠিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মন্ডলে পৃথক পৃথকভাবে বিজেপি'র নেতা-কর্মীদের উদ্যোগে মশাল

মিছিল সংগঠিত হয়। এদিন সোনামুড়া/খোয়াই/ধর্মনগর/গন্ডাছড়া/বিলোনিয়া, ৬ জানুয়ারি।

দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিয়া, দেবরত ভট্টাচার্য প্রমুখ।



মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাব্বানা চাকমা, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র

অপরদিকে খোয়াইয়েও মন্ডল কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল

সংগঠিত হয়। সেখানে মিছিলে হাঁটেন সুরত মজুমদার, সভাজিৎ দেবনাথ-সহ অন্যান্যরা। বিলোনিয়াতেও একইভাবে মশাল মিছিল হয়েছে। বিলোনিয়া শহরে অনুষ্ঠিত মিছিলে পাঞ্জাব সরকার এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। মিছিলে হাঁটেন বিশ্বনাথ দাস, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা। ধর্মনগরেও শহর জুড়ে সংগঠিত হয় মশাল মিছিল। শহর পরিক্রমা করে মিছিলটি শেষ হয় জেলাশাসক অফিস প্রান্তরে এসে।

মিছিলে অংশ নেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, মলিনা দেবনাথ, রূপালি অধিকারী, প্রদ্যোত দে সরকার, মঞ্জু নাথ, শ্যামল নাথ, রাহুল কিশোর রায় প্রমুখ। অপরদিকে, গন্ডাছড়াতেও রাইমাভ্যালি মন্ডলের উদ্যোগে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মোমবাতি হাতে নিয়ে মিছিল করেন কর্মী সমর্থকরা। মিছিলে অংশ নেয় সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা, কস রঞ্জন ত্রিপুরা প্রমুখ।

মজুরি না পেয়ে পঞ্চায়েতে তাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৬ জানুয়ারি। ৬ মাস ধরে রেগার কাজের মজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। তাই বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা বুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার নলছড় র্রকের অন্তর্গত চৌমুহনি পঞ্চায়েতে এই ঘটনা। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, ওই পঞ্চায়েতের ৬টি ওয়ার্ডের রেগা শ্রমিকরা কাজ করেও ৬ মাস ধরে মজুরি বঞ্চিত হয়ে আছেন। তাদের আরও অভিযোগ নেতারা মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা তো করছেন না, উল্টো তাদের কাছ থেকে মাথা পিছু ১০০০ টাকা করে আদায় করছে। তবে কি কারণে ১০০০ টাকা করে নেওয়া হয়েচ্ছে সেই বিষয়টি শ্রমিকদের জানানো হয়নি বলে



অভিযোগ। পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা বুলিয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে প্রধান সেখানে ছুটে আসেন। তিনি ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের আশ্বাস দেন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া

মজুরি মিটিয়ে দেওয়া হবে। তারপরই শ্রমিকরা তালা খুলে দেন। বিরোধীরা বরাবরই অভিযোগ করে আসছেন রাজ্যের রেগা শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছেন না। সেই

অভিযোগই যেন সত্যিই হয়ে গেল এদিনের ঘটনায়। বিভিন্ন মহল থেকেই দাবি জানানো হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি যেন সঠিক সময়ে মিটিয়ে দেওয়া হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকপক্ষ অস্বীকার করলেও চৌমুহনি পঞ্চায়েতের ঘটনা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছে রাজ্যের রেগা শ্রমিকদের অবস্থা কেমন। বিভিন্ন সময় একই ধরনের অভিযোগ উঠে আসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কিন্তু তারপরও প্রশাসনিক কর্তারা রেগা শ্রমিকদের মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ততটা সক্রিয় নন বলে অভিযোগ। সেই কারণে এই ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়। এতে করে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় জনমনে।

থমকে গেল মধুপুরের গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কলাসাগর, ৬ জানুয়ারি।। থমকে গেল মধুপুর থানা গাঁজা বিরোধী অভিযান। গোটা কয়েক বছরের তুলনায় এবার বেশে মাজেজে ওই এলাকার গাঁজা চাষিরা। কারণ, পুলিশের উপর মহল থেকে এখনও মধুপুর থানার পুলিশকে গাঁজা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এমনটাই কানামুঠো চলাছে পুলিশমহলে। গত তিন বছরে মধুপুর থানা এলাকায় প্রচুর গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। হাতেগোনা কয়েকটা দিন পরেই গাঁজা চাষিরা ফসল তুলতে শুরু করবে। পুলিশকর্মীরাই বলছেন এখন যদি গাঁজা বাগানে হানা দেওয়া যেতো তাহলে অনেক বড় সাফল্য হাতে লাগতো। কিন্তু থানাবাবুরা কি উদ্দেশ্য হাত গুটিয়ে বসে আছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেইরই সন্দেহ যেহেতু গাঁজা চাষিদের সাথে কানাবাবুদের আগে থেকেই চুক্তি হয়ে থাকে, সেই কারণেই তারা এখন চুপ করে বসে আছেন। কমলাসাগর মেরাটিলা স্কুলের পাশ থেকে লাল নিশানা পর্যন্ত বৃহৎ আকারে গাঁজা বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। তার পাশাপাশি ২৬কার্ড শশানঘাট এলাকায়, শীতহালা, কোনাবন, হরিরহদোলা এলাকায় গাঁজা বাগান আছে। কৈয়াচে পা চা-বাগানটিলা, কৈয়াচেপা বাউলামুড়া এলাকার গাঁজা বাগান নিয়েও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় আছে। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে রাজ্যকে নেশামুক্ত করার কথা বলছেন, সেই জায়গায় উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে মধুপুর থানা এলাকায়।

হাতি তাড়াতে বন দফতরের স্লথ গতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জানুয়ারি।। বন্য হাতির আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে মহকুমার বেশ কয়েকটি এলাকার নাগরিকদের। হাতির তাণ্ডবলীলায় বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এলাকাবাসীদের। বন্য হাতির তাণ্ডব থেকে পরিত্রাণ দিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন এবং বনকর্মীরা যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বন্য হাতিগুলোকে তাড়াতে এতটা সময় নিচ্ছে কেন বনকর্মীরা? বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়ার বনকর্মী, পুলিশ প্রশাসন, রুক প্রশাসন এবং মহকুমা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগ নিয়ে কৃষ্ণপুর এলাকার হাতি প্রবণ এলাকাগুলি পর্যবেক্ষণ করে। হাতির পায়ের ছাপ প্রত্যক্ষ করে পর্যবেক্ষণের কাজে কর্মীরা একটি ম্যাপও তৈরি করে কোন কোন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সারস্রম/শান্তি রবাজার, ৬ জানুয়ারি।। রাজ্যের সীমান্তবর্তী



এলাকাগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দায়িত্ব সহকারে নিজেদের কর্তব্য পালন

করছেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। প্রচন্ড ঠান্ডা ঘন কুয়াশা উপেক্ষা করেই সীমান্তবর্তী

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender on plain paper are hereby invited from the intending bonafide and resourceful supply [Indian Nationality] on behalf of Udaipur Forest Sub-Division, Government of Tripura for supply of the following item for various development work as per terms & conditions indicated below, which will be received in the office of the SDFO, Udaipur within the office hour of 10/01/2022 up to 2.30 PM and will be opened on the same day at 3.30 PM. If possible, otherwise on the next working day at 10.00 AM while the bidders may remain present. For all the details including the terms and conditions, etc. the above said Tender Notice may please be referred to. A copy of the said Notice is kept in the Notice Board of O/o the Sub-Divisional Forest Officer, Udaipur and also uploaded in the website of the Forest Department: www.tripuraforest.gov.in.

SPECIFICATION OF CEMENTED FLOWER POT (CONICAL)	
Height-0.45m, Upper portion of diameter - 0.45 m, Lower portion of diameter - 0.30 m & thickness — 0.40 m	
Sd/- (Kamal Bhowmik, TFS) Sub-Divisional Forest Officer Udaipur, Gomati Tripura	
ICA-C-3267-21	

PNie-T NO: 24 / EE-BSLD / PWD(R&B) / 2021-22, Dated, 03/01/2022.				
The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Kukulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADCI/ MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 02-02-2022 for the following work :				
Sl No	DNieT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNieT NO.21 /B/DNIE-T/ SE-IV/ PWD(R&B) / 2021-22	Rs.1,34,36,883.00	Rs.1,34,369.00	180 (one hundred eighty)Days
Last date and Time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 02-02-2022 And Time and date of opening of Bid at 16.00 Hrs. on 03-02-2022 if possible. For details visit website https://tripuratenders.gov.in / pwdbishalgarhdivision@gmail.com				
Sd/- (Er. Sanjoy Sarkar) Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R&B) Sepahijala, Tripura.				

শীত-গরম বারো মাস সকল পরিবেশে কঠিন পরিস্থিতিতে দিন-রাত দেশ রক্ষায় সীমান্তে অবিরল থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। সারস্রম মহকুমার আমলীঘাট, মেরুপাড়া, ভান্সামোড়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১০৯ নং ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ জওয়ানরা কর্তব্য পালনে ব্যস্ত রয়েছেন। বিলেনিয়া খ্যামুখ থেকে সারস্রম শহর পর্যন্ত সীমান্ত পাহারা দায়িত্বে রয়েছে ১০৯ নং ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে খ্যামুখ থেকে শ্রীনগর আমলীঘাট পর্যন্ত ৩২ কিমি জায়গায় জিরো পয়েন্টে রয়েছে পিলার দু'পাশে জমি। আমলীঘাট থেকে সারস্রম শহর পর্যন্ত ৫৮ কিমি জায়গায় জিরো পয়েন্টে রয়েছে ফেখী নদী। ফেখী নদী আমলীঘাট থেকে বাংলাদেশের দিকে বীক নিয়ে চলে গেছে। বাংলাদেশের দিকে ফেখী নদীতে বীধ তৈরি করে বাংলাদেশ সরকার জল সেচের ব্যবস্থা করায় আমলিঘাট থেকে মেরু পাড়া ভান্সামোড়া পর্যন্ত ফেখী নদীতে প্রচুর পরিমাণে জল। এই এলাকায় সীমান্ত পাহারা দেওয়া অনেক কষ্টকর। পাচারকারীরা নৌকা ব্যবহার করে পাচার কাজ চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএসএফ জওয়ানরা ফেখী নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে পাহারা দিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। নদী সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় প্রচুর ঠান্ডা পড়ছে। তদুপরি

ও নিজেদের কর্তব্য পালনে অবিরল রয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ'র উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা জানিয়েছেন প্রতিমুহূর্তে জওয়ানরা তৎপর রয়েছেন। যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশে বাহিনীর জওয়ানরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করছেন। বিএসএফ জওয়ানদের সাথে বিজিবি সেনাবাহিনীর ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়াও বিএসএফ জওয়ানরা অন্তর্গত সারস্রামের মধ্য দিয়ে সর্বক্ষণ সীমান্ত এলাকাগুলি মনিটরিং করছেন।

চুরির অভিযোগে আটক দুই যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ জানুয়ারি।। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। আর উঠতি বয়সের ছেলেরা নেশা সামগ্রী জোগাড় করতে গিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ছে। সেই একই ধরনের ঘটনা এদিন দেখা গেলো কল্যাণপুর থানাধীন পশ্চিম ঘিলাতলি এলাকায়। রামকুমার ঠাকুরপাড়ার বিশ্বজিৎ দাসের পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাড়ি থেকে রাবার শিট-সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কোনোভাবেই চোরের টিকির নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ ওই পরিবারের সদস্যরা যখন কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন তখনই দুই যুবক তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন। বিশ্বজিতের ঘরে ঢুকে কিছু রাবার শিট এবং দুটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটি দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে খোয়াই নদীর পার থেকে দু'জনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। তাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে তুলে দেওয়া হয় কল্যাণপুর থানার পুলিশের হাতে। অভিযোগ, এদিন যখন তাদেরকে আটক করা হয়েছে তল্লাশি চালিয়ে এলাকাবাসী কিছু নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেন। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী নেশা সামগ্রী কেনার জন্যই দুই যুবক অপরাধমূলক ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এদিন ঘটনাটি জানাজানি হতেই প্রচুর লোক জমায়েত হয় ওই এলাকায়। পুলিশ এখন দু'জনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সিদ্ধিকই তাকিয়ে স্থানীয় নাগরিকরা।

বালি বোঝাই তিনটি লরি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৬ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। বালি মাফিয়াদের জন্য নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকরা একেবারে নাজেহাল। বিশেষ করে এখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ করার পর বালির দাম বেড়ে গেছে। অন্য নির্মাণ সামগ্রীরও দাম বেড়েছে।



যেহেতু, এখন চাহিদা বেশি তাই বালি মাফিয়াদের খাঁই বেড়ে গেছে। নদীর বুক খালি করে অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে সর্বত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বন কর্মীরা বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। যতনবাড়ি ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে তিনটি বালি বোঝাই লরি আটক করে। ডিআর০১জি১৫৬৬, টিআর০৩-১৯১১ এবং টিআর০৩বি১৯৪০ নম্বরের তিনটি লরি এখন বন দফতরের হেপাজতে আছে। বন কর্মীরা জানান, গাড়িগুলি সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে কোন ধরনের অনুমতি ছাড়াই বালি পরিবহণ করছিল। গাড়ি তে মেলেনি কোন ধরনের বৈধ নথিপত্র। তাই তিনটি গাড়ি এবং যতনবাড়ি ফরেস্ট অফিসে রাখা হয়েছে। করবু মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এভাবেই বালি উত্তোলন চলছে। বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি তুলছেন স্থানীয় নাগরিকরা।

রাতে চালককে মারধর করে লুটপাটের চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জানুয়ারি।। দৃষ্টিভঙ্গির হামলার শিকার এক গাড়ি চালক। ঘটনা বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ



দেওয়ানবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, টিআর০৩জি১৬৮৬ নম্বরের গাড়ির চালক প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে উদয়পুর যাচ্ছিলেন।

গাড়িটির পেছনে একটি বলরো পিক-আপ গাড়ি ধাওয়া করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গাড়িতে থাকা সমগ্র প্রয়োজনীয় সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া। দীর্ঘ সময় ধরে গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করতে করতে দেওয়ানবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটিকে ওভারটেক করে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়। বলরো গাড়িতে থাকা তিন থেকে চারজন দৃষ্টিগত গাড়ি চালক বাপন ঘোষকে গাড়ি থেকে নামিয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে। পরবর্তী সময়ে দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবাবো নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরবর্তীতে গাড়ির মালিককে খবর দেওয়া হলে তিনি এসে গাড়ি চালক-সহ গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এখনো তা জানা যায়নি।

রাস্তা নির্মাণের দৌলতে জল সংকট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সারস্রম, ৬ জানুয়ারি।। দীর্ঘ ১০দিন ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছে সারস্রম নগর পঞ্চায়েতের ৯নং ওয়ার্ড কাঁঠালছড়ি এলাকার নাগরিকরা। ২০১০ সালে ওই এলাকাটি নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই এলাকার নাগরিকরা নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন বলে অভিযোগ। এলাকার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে কিছুদিন আগেই। কিন্তু ডুবুরি দিয়ে মাটি কাটার সময় বিপত্তি ঘটে। মাটির নিচে জলের পাইপ ফেটে যায়। যে কারণে গত ১০দিন ধরে এলাকায় জল সরবরাহ হচ্ছে না। এর মধ্যে কয়েকটি বাড়িতে এখনও



জলের সংযোগও দেওয়া হয়নি। যে কারণে এলাকার সব নাগরিকরাই এখন নাজেহাল হচ্ছেন। এলাকাবাসী প্রশ্ন তুলছেন রাস্তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিগুলি না সরিয়ে কেন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে? সবচেয়ে আশ্চর্যকর বিষয়, নগর পঞ্চায়েতের নব নির্বাচিত চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে এই ওয়ার্ড থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। তার বাড়ি ওই এলাকা থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ওই এলাকার চেয়ারপার্সনের সমালোচনা করা হয়নি। এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত পাইপ লাইন সারাই করা না হয় ততদিন গাড়ি দিয়ে এলাকায় জল সরবরাহ করা হোক। তা না হলে নাগরিকদের প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার অতিক্রম করে জল সংগ্রহ করতে হয়। খোদ নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনের ওয়ার্ডের নাগরিকদের সাথেই যদি এই ধরনের সমস্যা চলে, তাহলে অন্য এলাকার নাগরিকদের ক্ষেত্রে কি হবে? এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় নাগরিকরা প্রদীপের নিচে অন্ধকারের প্রবাদটি মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া মহকুমায় হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন কৃষক সভার এক প্রতিনিধি দল। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র করের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সাথে কথা বলেন। পবিত্র কর অভিযোগ করেছেন, বিগত দিনে ওইসব এলাকায় হাতির তাণ্ডব ছিল না। বর্তমানে দু-তিন বছর ধরে হাতির তাণ্ডব কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। যার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না কৃষকরাও। ক্ষেতের সবজি, ধান কিংবা বাগান ধ্বংস করে দিচ্ছে বন্য হাতির দল। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, প্রশাসন থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এমনকী ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতি পূরণ পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ করেন কৃষক সভার নেতা। তাই আগামী দিনে কৃষকদের স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এদিন প্রতিনিধি দলটি কৃষ্ণপুর এলাকার ৫টি পঞ্চায়েত এবং লক্ষ্মীপুর

এলাকার কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, সুভাষ নাথ, অরুণ দেববর্মা প্রমুখ। তারা এদিন প্রথমে লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত



কৃষকদের সাথে দেখা করেন। পরবর্তী সময় কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাথে কথা বলেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। সেখান থেকে তারা চলে যান ঘিলাতলি এবং

বাইকের ধাক্কায় আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ডি়লাম, ৬ জানুয়ারি।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চড়িলাম বাজারে বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আব্দুল অহিদ। তিনি বাইসাইকেল দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। পরবর্তী সময় দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।



স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। এদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ টিআর০১এ৫৫৭০ নম্বরের বাইকটি উদয়পুর থেকে আগরতলা আসার সময় আব্দুল অহিদকে ধাক্কা দেয়। তিনি ওই সময় বাইসাইকেল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। আহত ব্যক্তি পেশায় শ্রমিক বলে জানা গেছে। যে বাইকের ধাক্কায় তিনি আহত হয়েছেন তার চালক সিধু দাস। তিনি আগরতলার একটি নার্সিং হোমে কর্মরত। বাইকের ধাক্কায় আব্দুল অহিদের মাথা এবং হাতে আঘাত লাগে। বর্তমানে বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

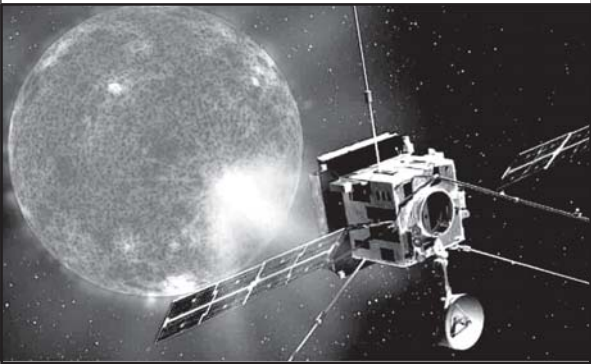
দুস্থ রোগীদের মধ্যে কন্সল বিতরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ জানুয়ারি।। শীতের মসসুমে দুস্থ রোগীদের মধ্যে কন্সল বিতরণ করলেন উদয়পুর হাতারিয়ার জালাল মিয়া। এমনকী জেলা হাসপাতালের রোগীদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন ভবঘুরের মধ্যেও কন্সল বিতরণ করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রায় ২০০টি কন্সল বিতরণ করেন তিনি। বিগত দিনেও জালাল মিয়া সামাজিক কর্মসূচি সংগঠিত করেছিলেন। তিনি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত এপিজে আব্দুল কালামের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই সময়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের শীতভরি নিয়ে কি ধরনের কষ্ট হয় তা বলায় অপেক্ষা রাখেন না। জালাল মিয়া তাদের মধ্যে কন্সল বিতরণ করায় সবাই খুশি।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 2/6/NieT/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22					
The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADCI/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 20/01/2022 for the following work in PWD FORM-7. Bidders should be submitted the bank solvency certificate for an amount of Rs. 1500(fifteen) lacs.					
Sl No	DNieT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1.	DNieT-No: 158/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
2.	DNieT-No: 159/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
3.	DNieT-No: 160/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
4.	DNieT-No: 161/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
5.	DNieT-No: 162/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
6.	DNieT-No: 163/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
7.	DNieT-No: 164/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
8.	DNieT-No: 165/EF-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
9.	DNieT-No: 166/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs.4000.00
10.	DNieT-Nil: 167/EF-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
11.	DNieT-No: 168/EE-KLP/PWD (DWS)/2021-22	Rs. 58,42,627.00	Rs. 58426.00	90 days	Rs. 4000.00
● Last date and time for document downloading, and bidding: 20/01/2022 up to 15:00 hrs					
● Time and date of opening of bid: 21/01/2022 at 16:00 hrs					
● Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in					
● Class of bidder: Appropriate Class					
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in					
Note : ' NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER'					
ICA-C-3261-21					
Sd/-(ER. GOPI MAJUMDER) Executive Engineer DWS Division, Kalyanpur Khowai Tripura.					

জানা অজানা

কালে কালে সূর্যের পানে অনুসন্ধান



স্প্রস্তু সূর্যের রহস্য উন্মোচনে
সূর্যের পানে যায়। শুধু করণেছে
পার্কার সোলার প্রোব। সবকিছু
ঠিক থাকলে এটি কয়েক
বছরের মধ্যেই সূর্যের কাছাকাছি
পৌঁছে যাবে এবং সূর্য সম্পর্কে
অনেক তথ্য আমাদের পাঠাতে
থাকবে। সরাসরি সূর্যের উদ্দেশে
নভোযান পাঠানো এবারই
প্রথম। গত মহাশস্যে মানুষ
৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে
অভিযান চালাচ্ছে। সব গ্রহ
এমনকি উল্লেখযোগ্য
উপগ্রহগুলোতেও অভিযান
সম্পন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সূর্যের
উদ্দেশে এখনো পূর্ণাঙ্গ কোনো
অভিযান সম্পন্ন হয়নি।
মানুষ প্রচিন্দে দেখতে পায়
সূর্যকে, মানুষের অস্তিত্বের শুরু
থেকেই আছে সূর্যের অবদান।
সূর্যের সম্ভার্যর পেছনে
ঘুরেফিরে সূর্যেরই অবদান।
প্রত্যক্ষভাবে হোক, সব কাজের
জন্যই মানুষ সূর্যের ওপর
নির্ভরশীল। মানুষের জীবন ও
সম্ভার্যকে উন্নত থেকে
উন্নততর করতে তাই সূর্যের
দিকে তাকানোর কোনো বিকল্প
নয়। সে জন্য আরও আগেই
উচিত ছিল সূর্যের উদ্দেশে
নভোযান পাঠানো।
পাঠানোর কথা যো বিজ্ঞানীদের
মাথায় আসেনি এমন নয়।
চাঁদের বুকে বা মঙ্গলের বুকে
যত সহজে মিশন পাঠানো যায়,
সূর্যের বুকে তত সহজে
পাঠানো যায় না। অনেক
চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এবার
চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন করতে অনেক
আরও মর্যরক, উপযুক্ত
প্রযুক্তির মর্যরক। বিজ্ঞানীরা
টাকার মালিক নয়, আয়ার
চাইলেই উন্নত প্রযুক্তি তৈরি
করবে ক্ষেত্রেতে পারেন না।
উভয়ের জন্যই সমায়ের
প্রয়োজন। সরলকরে রাজি
করতে হবে যে এখানে অর্থ
যাব কয়েক সেটি ফেলনা যাবে
না, কাজেই আসবে। সব দিক
মিলিয়ে ব্যাপারটিকে বাস্তবায়ন
করতে তাই অনেক মময় লেগে
গেছে।
তবে এত দিন সরাসরি কিছু
করতে না পারলেও
বিজ্ঞানীদের সক্ষিছা ঠিকই
ছিল। মাঝে মাঝে কিছু
মোটখাটো বিচ্ছিন্ন মিশনের
মাধ্যমে সূর্যকে নিয়ে অনেক
গবেষণা করেছেন। কখনো
পৃথিবীতে বসেই করেছেন,
কখনো পৃথিবীর বক্ষপথে
তৈলিগোপ্ত স্থানন করে
থানো—উপাভ্র সংগ্রহ করেছেন,
কখনো—বা অন্য কোনো গ্রহের
মিশনের সময় সে গ্রহের
পাশপাশি সূর্যকি নিয়েও
কিঞ্চিৎ গবেষণা করেছেন।
মোঝেজ ব্যাপারটা অনেকটা
এক কাজে দুই কাজ করার
মতো। ঢাকা থেকে একে ব্যক্তি
কক্সবাজার যাবে সৈকতের
সৌন্দর্যের ছবি তোলার জন্য,
যাত্রাপথে ট্রেনের জানালা দিয়ে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছবিও তুলে
নিল। এতে তার মূল্য
কক্সবাজারের মিশন ঠিকই
অক্ষুণ্ণ থাকছে আবার লাভ
খিনিয়ে অন্য একটা স্থানের
ছবিও উঠছে। তেমনিই নাসা
থানো শুক্র গ্রহকে উদ্দেশ্য করে
একটি নভোযান পাঠাল,
সেখানে যাওয়ার সময় সূর্যকে
নিয়েও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে
নিল। বিজ্ঞানীরা অনেকবারই
সূর্যের পানে আ রক্ষন
‘লাভজনক’ মিশন সম্পন্ন
করেছেন।
পৃথিবী ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ।
দ্বিতীয়েতে বসে অনেক কিছুই

પર્ય ૬

পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের অন্ধকো রশ্মিকে আঁকতে রাখে। কক্ষপথে পৃথিবীর বায়ুর কোনো দূষণ নেই। মহাজাগতিক বস্তুর ছবি তুললে কিংবা কোনো ডিটেক্টর দিয়ে কোনো কিছু ডিটেক্ট করলে সেটা ভূপৃষ্ঠ থেকে কক্ষপথেই বেশি সঠিক ও নির্ভুলভাবে হবে। দুঃখজনকভাবে পৃথিবীতে অবতরণের সময় এটি দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়। এপ্র প্যারাসুট টিকিভাবে খেলেনি বলে এটি ভূমিতে সজোরে আছড়ে পড়ে। আছড়ের চোটে সৌরবায়ুর অধিকাংশ নমুনা নষ্ট হয়ে যায়। তথা অল্প কিছু নমুনা টিকেছিল, যেগুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন। সেসব বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও সূর্যের সৃষ্টির সময়কার কিছু তথ্যও উদ্ভাবন করেছেন। এরকম উদাহরণের মাঝে প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে জেনেসিস-এর কথা। এটি পাঠানো হয়েছিল ২০০১ সালে। উদ্দেশ্য মহাকাশ থেকে কিছু পরিমাণ সৌরবায়ু নিয়ে আসা। যুঁথ থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের চর্চিত্রিত কথা নিঃসরণ হয়। বিপুল পরিমাণে। এসবের মাঝে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফা কণা ইত্যাদি। এসব কথা সৌরজগৎব্যাপী অবস্থত থাকে। এসব চর্চিত্রিত কণাগুলিও অঞ্চলকে বলে সৌরবায়ু। সৌর বায়ুর নমুনা নিয়ে আসা ছিঁল জেনেসিসের কাজ। এর নাড়ি-নক্ষত্র জানতে পারলে জানা যায় সূর্যের অনেক কিছু।

দীর্ঘ সময় নিয়ে এই নভোযান অনেক নমুনা সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ২০০৪ সালে পৃথিবীতে অবতরণের সময় এটি দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়। এপ্র প্যারাসুট টিকিভাবে খেলেনি বলে এটি ভূমিতে সজোরে আছড়ে পড়ে। আছড়ের চোটে সৌরবায়ুর অধিকাংশ নমুনা নষ্ট হয়ে যায়। তথা অল্প কিছু নমুনা টিকেছিল, যেগুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন। সেসব বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও সূর্যের সৃষ্টির সময়কার কিছু তথ্যও উদ্ভাবন করেছেন। এরপর উল্লেখ করতে হবে ১৯৯৫ সালে পাঠানো সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফেরিক অবজারভেটরির কথা। এটিও সূর্যের সৌরবায়ু নিয়ে তথ্য উৎপাদ সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তবে শু শু সৌরবায়ুই নয়, সূর্যের বহিঃস্তর সম্পর্কে তথ্য উৎপাদ সংগ্রহে ছিল এর অন্যতম প্রধান কাজ। শুরুতে মধ্য ইই বছরের মিশনে পাঠানো হলেও পরে সচল ও কার্যক্ষম থাকায় একে দিয়ে আসার ও কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দীর্ঘ এই সময়ে এটি যুঁথ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাঠিয়েছে। প্রায় ৩ হাজার ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছে এর মাধ্যমে। এটি এখনো কর্মক্ষম আছে।

সূর্যের চুম্বকক্ষেত্র ও প্লাজমা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল ট্রেস নভোযান। ১৯৯৮ সালে। প্লাজমা হলো

ক্রমশঃ

রাজ্যগুলিকে জেলাস্তরে কন্ট্রোল রুম খোলার নির্দেশ দিলো কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি।। গোটা দেশে
নতুন করে এসে হয়ে দাঁড়িয়েছে
করোনা সংক্রমণ। প্রতিদিন
লাফিয়ে বাড়ছে শৈনিক করোনা
আক্রান্তের সংখ্যা। সংখ্যা নেনা
কমোই আবার চোখ বাতালে
করোনার নতুন রূপ ওমিক্রন। এইই
প্রজাতি অনেক দূর সংক্রমণ ছড়ায়
বলে বিশেষজ্ঞদের ভয়ে জানানো
হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ
ঠেকাতে নতুন গাইডলাইন প্রকাশ
করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই
গাইডলাইন স্বাধীনভাবে কাজে লেগে
গাইডলাইন পাঠানো হয়েছে। নয়াদিল্লি
এই নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য
মন্ত্রকের তারফে বলা হয়েছে, জেলা
ও উপ-জেলা স্তরে করোনার
কন্ট্রোল রুম তৈরি করতে হবে।
সেগুলির মাধ্যমে যমানতা হেলে
নগরভাড়া। চেনা, আস্থান্বেষণ
পরিষেবা ও হাসপাতালগুলির শয্যা

মস্ত্রস্ত্র ব্যাক্তীয় তথ্য থাকবে সেই
কর্তৃত্বলব্ধ কৰ্মকাণ্ডে তাল ফলে
যে কোনও কৰ্মকাণ্ডে পৰিহৰণ
দেওয়া অনেক বেশি সহজ হবে
কঠিন পৰিস্থিতিতে মাঝে মাঝে
শিক্ষার্থী কঠিন পৰিহৰণে রাজ্যের
স্বাস্থ্য সচিবদের বলা হয়েছে -১)
কর্তৃত্বলব্ধ কৰ্মকাণ্ডে চিকিৎসা
পৰামৰ্শদাতা ও ভলান্টিয়ারদের
ব্যৱহৃত হবে। এছাড়াও থাকবে
পৰ্ব্বত পৰিহৰণ কেন্দ্র। বর্ষা মাসে
যোগাযোগ করা অনেক বেশি সহজ
হবে। ২) কর্তৃত্বলব্ধ কৰ্মকাণ্ডে
কম্পিউটার ও নেট কানেকশন
থাকবে। এক সুব সমস্ত জলা
সেতুলিকে ব্যবহৃত করা যাবে না ৩)
পৰিস্থিতির উপর নির্ভর করে
সামগ্র্য মানুসকে নিদেশিকা ও
সহায়তা করার জন্য প্রয়োজন ২৪
ঘণ্টা খোলা থাকবে কর্তৃত্বলব্ধ

বৈশ্বাণলি যাতে কোণ্ড ও রোগীর
সমস্যায় না হয় সেটিকে তারা যোগে
রক্ষা করে। ৪) কষ্টলী রুমের কাজ
করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র, আয়ুর্বেদপেরের
স্বাধীন-সহ সম্মানের তথ্য থাকবে।
তথ্য-সহ সেই তথ্য যেন সব সময়
আপডেট করা হয়ে থাকে। তথ্য
সঠিক থাকলে পরিচ্ছিন্ন মোকাবিলা
করাও সম্ভব হয়ে যাবে। ৫)
কোথায়, কেন হাসপাতালে
সমস্যা শাখা রয়েছে সেই বিষয়ও
তথ্য রাখতে হবে কষ্টলী রুমকে।
এছাড়া যার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া
যাও বেশি প্রয়োজন সেই ধরনের
রোগী যাতে শয্যা পায় সেদিকে
যোগাযোগ রাখতে হবে। না হলে
তথ্য হবে এমন রোগী হাসপাতালে
শয্যা দলল কাজে রয়েছে যার
সেখানে থাকার কোণ্ড ও প্রয়োজন
নাই। প্রয়োজন রোগীর পরিচয়
(সহ) প্রত্যেক জন বিষয়ওভাবে ঠিক
করতে হবে। ৬) প্রতিটি কষ্টলী

মেম্বের কাছে আস্থুলেপ থাকবে। কেন্দ্র জায়গা কত পরিমাণ আস্থুলেপের প্রয়োজন হবে পাণ্ডে সেগুলি বিচার কতৈ তারপরই কষ্টেদ্র রমগুলিকে আস্থুলেপ বসাদ কহা হবে। ৭) হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলবে কষ্টেদ্র রমগুলি। ৮) প্রতিদিন তাঁদের বাস্তোয় খোয়াল রাখতে হবে এবং সেই বিষয়ে আপডেট রাখতে হবে নিজেদের কাছে। ফলে শারীরিক অবস্থার অননতি হলেই যাবত চিকিৎসার ব্যবস্থা কহা য়। ৮) কষ্টেদ্র রমদের মূল হালায়গুলির মধ্যে অন্যতম হল হালায় এলাকার মধ্যে যদি কোণ্ড রোগী হোম আইসোলেশনে থাকেন তাহলে নেওড়া তাঁর বাস্তোয় খেবর নেওড়া। আর সেই রিপোর্ট জেলা প্রশাসনের কাছে ভা়া দেয়গ।

গোয়েন্দাদের তথ্য অগ্রাহ্য পাঞ্জাব
পুলিশের! সুপ্রিম কোর্টে শুনানি কাল

ময়াদিনি, ৬ জানুয়ারি। বিদ্রোহত যে
হলে পারে, সেই নিয়ে গোয়েন্দারা
সমস্ত তথ্য দিয়েছিল। তার পরে
পাঞ্জাব পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা
নেয়নি। এমনকি 'বু বৃক'—এর
নির্দেশও মাঝেকি। আর একটু
হলেই বিপদে ঝড়তে পারতেন
দেশের প্রধানমন্ত্রী। অনেক কিছুই
হলেই হতো। যোগ্য পাঞ্জাব পুলিশের
দিকে এই নিয়েই আঙুল তুলেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিষয়টি ভ্রলো
পৌছে গিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট
ও শুনানি আগামীকাল। দেশে
প্রাকটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)
প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত
নির্দেশ নিয়ে এই বু বৃক প্রশ্ন করে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক কট জানালেন,
এই বু বৃক প্রশ্ন নির্দেশ মেনে
প্রধানমন্ত্রী যাতায়াতের জন্য বিক্ষম
ব্যবস্থা করে রাখার কথা রাজ্য
প্রশাসন ও পুলিশের। বৃধরার যা
কথা ঘটেনা, সে রকম আঙ্গুলিক
কিছু ঘটলে সেই পথ ধরেই যাওয়ার
কথা প্রধানমন্ত্রীর। তিনি আরও
বলানেন, যে বিদ্রোহত দেখানো
হতে পারে, সেই নিয়ে আগেই

পাঞ্জাব পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।
পাঞ্জাব পুলিশ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল। তার পরেও এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনায় ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।
প্রসঙ্গত, এসপিজি অফিসাররা প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে নিরাপত্তার বলয়

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা

তেরি করে রাখেন। তাঁর কাছে
কাউকে খেঁষতে দেন না। বাকিটা
সামলায় রাজা পুলিশ। কোনও
অনভিপ্রেত ঘটনা বা বিপদ এলে
এসপিজি—কে জানান দেয় রাজা
পুলিশ। সেই মতো এসপিজি
প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা এবং
যাযাতায়েতের বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি
করে। এদিকে এই নিয়ে সুপ্রিম
কোর্টে মামলা করেছে জনৈক।
আবেদন জানিয়েছেন,
প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে থাকার

যা নিয়ে পাঞ্জাবের ডিজিট বাক্য মুখা
সচিবের পুকেই দায় বর্তম। তাঁদের
সিঁচনে সপ্ত কধা হেঁচ। পাঞ্জাব
বিচারপতি এন ডি রামানা শুক্লার
মামলাটি অনুবনে। এদিকে এই
নিম্নে উচ্চযায়ের তদন্ত কমিটি
গঠন কধা পাঞ্জাব সরকার। কমিটি
দিনের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট
জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কমিটিতে আছে অনসরপ্রাপ্ত
বিচারপতি মেহতা সিং গিল,
রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব
এবং বিচারপতি অনুরাগ বর্মা।
জুনসরা পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের
বনসভা ছিল মোদিরা। ভাতিগু
নামের হেলিকপ্টারে সভাস্থলে
বায়োর কথা ছিল তাঁর সভাগুলো
খারাপ থাকায় শুক্লারের রওনা দেন
প্রধানমন্ত্রী। পাখে একটি উড়ালপুলে
তঁার কনসেপ্ট প্রায় ১৫ মিনিট অনুবনে
ছিল। তার পর সিঁচনে থেকে কনসেপ্ট
খুঁটির ফিরে বনসভার ফিরে আসতে
হয় মোদিকে। এই নিয়ে সর্বব
হয় হত্যা। স্বয়ংস্থের অভিযোগ
ভুলেছে তারা। পাঞ্জাবের মুখময়ী
পতাগাও দলি কৈরো

৭০ বছর আগে বিলুপ্তির পর
ভারতে আসছে ৫০টি চিতা



নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি।। ৭০ বছর
আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন
প্রজাতির ৫০টি চিত্রা আবার ফিরে
আসছে ভারতে। ধাপে ধাপে
আগামী পাঁচ বছরে। দেশের বিভিন্ন
প্রান্তের বনাঞ্চলে সেই চিত্রাগুলিকে
ছেড়ে দেওয়া হবে বিরাট সংরক্ষণ
জন্য। ভারত জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ
কর্তৃপক্ষ ১৯তম বৈঠকে কেন্দ্রীয়

পরিবেশমন্ত্রী তুশেন্দ সিংহ ও কথা
জানিয়েছেন। তিনি বলেনছেন,
“চিতা-সহ বাঘদের প্রলোভন নাটক
প্রতিষ্ঠান সরক্ষণে অত্যন্ত আগ্রহী
প্রশাসনমন্ত্রী নন্দেন্দ মোদি। তাঁর সেই
ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই
এই পর্বকল্পনা নেওয়া হয়েছে।”
সরকারি নথিপত্র জানাচ্ছে, ভারতে
শেষ তিনটি মারায় ১৯৮১ সালে
ছদ্মসংগ্রহ। তার প্যচ বছর পর
১৯৮৯ সালে ভারত চিতা বিপদ
হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা করে
তদানীন্তন ক্লেয়ী সর্কার। সেই
সময় থেকে গত ৭০ বছর ধরে চিতা
ছিল না ও দেশে। ক্লেয়ী
পরিবেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিভিন্ন
প্রজাতি গোট চিতা এবার অণা
নামি দক্ষিণ আফ্রিকা অণা
হাজায়া থেকে। প্যচ বছর
পরিষ্কল্পনার প্রথম বছরেই। এদের
মধ্যে ১০/১২টি একেবারেই
অম্বেষক্ব চিতা। যাতে তাদের থেকে
চিতার বংশবিস্তার ঘটে প্যাপু

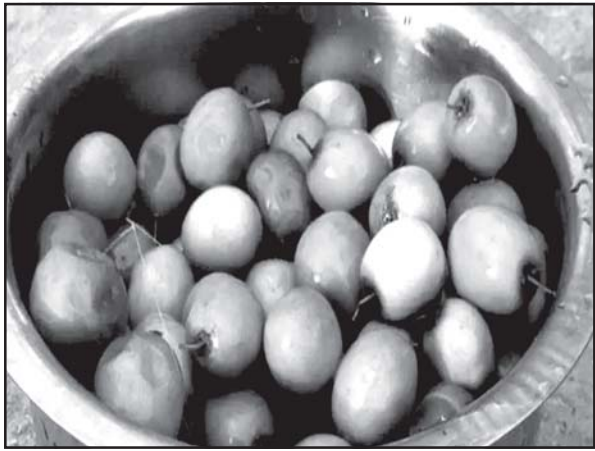
পরিমাণে। চিত্তাগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা বা নামিবিয়া থেকে এ দেশে আনতে বিদেশমুখিকও সাহায্য করছে বলে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী জানিয়েছেন।

খবর দু'কে আগে সুপিম কোর্ট আদালত পর্যবেক্ষণে বলেছিল, পর্বতমালায় নাক ভাঙে ধাপে ধাপে দক্ষিণ আফ্রিকার চিতা এনে দেশের বনাঞ্চলগুলিতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে বাঘ সমরুক্ষণের লক্ষ্যে। কিন্তু করোনা সংক্রামণ আর তা রংখতে লকডাউনের জেরে সরকারের সেই ভাবনা বাস্তবায়িত করতে কিছুটা সময় লাগে।

কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর জানিয়েছেন, সরকারি সুত্রের খবর, দেশের যে ১০টি বনাঞ্চলে এই চিতাগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে তাদেশে মাঝে মাঝে অন্যতম মধ্যপ্রদেশের 'হুনে' পালপুর ন্যাশনাল পার্ক (কোয়র্নবি)। কাগজ, চিতার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ রয়েছে এই বনাঞ্চলে। রয়েছে পর্যাপ্ত শিকারও।

লাইফ স্টাইল

কুল খেলে কী হয় ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা



আর মাসখানেক। শীত শেষ
হতে না হতেই বাজারে আসবে
আলু। অনেকেই এই কুল খেতে
ভালোবাসেন। সরসতা, পুষ্টি
তো কুল ছাড়া হয়ই না। কিন্তু
এই কুল কি শুধুই সুস্বাদু একটি
ফল? নাকি এর আরও অনেক
গুণও আছে?

শুণে Celebrity nutrition-
ist রঞ্জিতা দিবাকর সোশ্যাল
মিডিয়ায় কুলের গুণের কথা
জানিয়েছেন। কোন্ কোন্
গুণের কথা বলেছেন তিনি?
কুলের বেশ কিছু উপাদান

কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে কাজে লাগে। শীতে অনেকে শরীর শুকিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। কুল এই সমস্যা সহজে কমাতে পারে।

মরুভূমি বদলের সময়ে বিভিন্ন জীবগণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাদের থেকে বাঁচতে রোগ প্রভাবের শক্তি জৈবদার হওয়া দরকার। কুল সেই কাজটাই করে দেয়।

যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্যও কুল খুব ভালো। কারণ এর নানা পুষ্টিগুণ যেমন

শরীরের উপকার করে, তেমনই
এর প্রাপ্ত কর্ম ক্যালোরি ওজন
নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
রাতে ভালো করে ঘুম হচ্ছে
না? তাহলে দুপুরে কয়েকটি
কুল খেয়ে দেখতে পারেন। ঘুম
ভালো হবে।

মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর পুষ্টির জন্যও
কুল অত্যন্ত কাজেজ। তাই
অল্পবয়সিদের কুল খাওয়ালে
মস্তিষ্কের পুষ্টি হয় ভালো।
মাত্রায়।

যে সব শিশুরা অপুষ্টির সমস্যা
ভুগছে, তাদের জন্য কুল

অতাত ভালো। খুব কম কুলই
তাদের সারা দিনের প্রয়োজনীয়
পুষ্টি জুগিয়ে দিতে পারে।
তাদের বিভিন্ন রোগ বালাই
থেকেও কুল রক্ষা করতে
পারে।
অনেকেই মাঝে মাঝে মিষ্টি
কিছু খেতে ইচ্ছা করে। আর
এই সময়ে কুল অত্যন্ত কাজের।
কারণ অধিকাংশ মিষ্টি খাবারেই
প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি
থাকে। কুল খেলে মিষ্টির
চাহিদা পূরণ হয়। অথচ ওজনও
বাড়ে না।

রাসায়নিক লিক, মৃত
অন্তত ৬, আহত ২০

মাস্কীনগর, ৬ জানুয়ারি।। ট্যাক্সার থেকে রাসায়নিক লিক করে দুর্ঘটনার গুজরতে অন্তত ছ'জন শ্রমিকের মৃত্যু হল। অংহত করপক্ষে ২০ জন চালাক। বৃহস্পতিবার ভোরের এই দুর্ঘটনার মৃতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোরে ৪৮টা নাগাদ গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ডিআইডিসি)-এর সরিহ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মুম্বয়ের পরিচয় জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। বলে সকেলেই সুরাটের ওই এলাকার একটি শাডি কারখানার শ্রমিক বাসে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় ডিআইডিসি এলাকায় একটা রাসায়নিক ভর্তি ট্যাক্সার থেকে বর্জ্যপান করি বলে নমুনা সংগ্রহ করা সময় বিপদ ঘটবে। ট্যাক্সারের জেরে বাষ্পনিক ছিল বাষ্পন অনুমান। বাতাসের সম্পর্শে তা আসামাত্রই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় কাছের একটি চাষের লোকানো বলে চা খাচ্ছিলেন বহু শ্রমিক। তাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান ছ'জন। আহতদেরও ওই হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুরাট পুলিশ ডিউটীর পর এলাকা থেকে চম্পট দিয়েছেন ওই ট্যাক্সারের চালক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। ভাদোদরা থেকে একটি ট্যাক্সারের করে রাসায়নিক নিয়ে এসেছিলেন তার চালক। তদন্তকারীদের অনুমান, বৃহস্পতিবার ভোরে নিয়মবিধগতভাবে ডিআইডিসি-র নর্দমায় রাসায়নিক বর্জ্য ফেলছিলেন ট্যাক্সারের চালক। তার জেরেই দুর্ঘটনা।



স্টেশনের ১৫ জন পুলিশ অফিসার কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়াতে সেখানের পুলিশকর্মীরা কৃষ্ণ রাজেন্দ্র মার্কেট পুলিশ স্টেশন স্যানিটাইজ করাচ্ছেন।

বাঁশের মোবাইল টাওয়ার বানিয়ে
বিধায়ককে শিক্ষা গ্রামবাসীদের

ভুবনেশ্বর, ৬ জানুয়ারি।। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেরই পঞ্চমীতে নির্বাচন। সাধারণত নির্বাচনগুলির আগে বাস্তব চরমে পৌঁছানো নেতা-নেত্রীদের। ওড়িশা লজ্জিতের বিজেপি বিয়ারক প্রদীপ কুমার দিশারী ফেব্রুও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রতিদ্বন্দ্বের মতোই মঙ্গলবারও নিজের বিধানসভা এলাকা পরিদর্শনের কথা ছিল তাঁর। তার মধ্যে বৈঠকানা গ্রামেও যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। থামাবাসীর তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন একটি নতুন তেলক টাওয়ার উদ্বোধনের। চলে গ্রামে পৌঁছেই চকু চড়কান্নাছ হওয়ার অবস্থা প্রদীপ রয়চেন একবারে। বাকো বাকো হয়েছেন তাঁকে। কীভাবে? গ্রামে পৌঁছেই প্রদীপ দেখতে পেলেন মোবাইল টাওয়ার দু'বস্ত, বাঁপের তেরি টাওয়ার সদৃশ একটি বাঁপের তেরির। তার সম্মনে হাতে লেখা

বিএসএনএফ ফোরজি। শুভু তাই নয়, সেই বাঁপের তেরি খামা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুন্ড খামাঘরা। তাঁদের প্রত্যেকের অভিযোগ, পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা পাচ্ছেন না তাঁরা, নৌওয়াগে সমস্যা ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। পাশে আরও একটি বাঁপানার চোখে পড়ে তাঁরা। তাকে লেখা রয়েছে, “আমাদের নতুন টেলিকম টাওয়ারের উদ্বোধন করছেন মাননীয় বিধায়ক ভূঞা কুমার দিশারী।” কিন্তু কেন এই ভূঞা টাওয়ার তৈরি করা? প্রতিবাদে উদ্ভিষ্ট হতে কাক থামাবারী তরুণা মল্লপ তৈরি বলেন, “এই ভূঞা টাওয়ার তৈরি আদতে রাজনীতিবিদ ও তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।”

প্রাথমিকভাবে আরও বলেন, “আমরা বারবার রাজনীতিবিদদের কাছে এখানে একটি মোবাইল টাওয়ারের জন্য আবেদন করিছি। কিন্তু ওৎকার সমস্যা কারণে আমাদের সন্তান সব প্রত্যাকেই

মুণ্ডিকলে পড়েন। কিন্তু আমাদের
আবেদন কারনে তাতোনেন ওঁরা
প্রত্যেকবার নির্বাচনের আগে
প্রতিক্ষার বুড়ি নিয়ে হাজির হন
পরে ভুলে যান। কিন্তু এরা
আমরা চেয়েছি, রাজনীতিবির
নিজেদের ভয়ে প্রশস্তিতর জন
এ আপনিত হুঁয়। অন্যদিক
লাঞ্জিগড়ে বিধায়ক দিশারী
স্বীকার করেছেন যে, গ্রামবাসীদের
এই ধরণের অভিবন অনন
প্রতিবাদে তিন চমক
সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন
“আমি জনতাম না যে গ্রামবাসীর
এই ধরণের কিছু পরিকল্পনা
করেছিল। যদিও আমার এক
নিয়ে সম্ভে ছিল যে ওখানে
কিভাবে মোবাইল টায়ার তৈরি
করেন। আমি তাদের অসুবিধেগুলো
বুঝতে পেরেছি। ব্যবসার আমরা এই
প্রস্তান্ত অঞ্চলগুলিতে টেলিক
কমার তৈরি জন্য ঝড়পে চেয়েছি
কেন্দ্রে থেকে অনুমতি না আসা পর্যন্ত
আমরা কিছু করতে পারি না।



স্টাইল

বলছে

কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে কাজে
লাগে। শীতে অনেকেই শরীর
শুকিয়ে এই সমস্যা দেখা দেয়।
কুল এই সমস্যা সহজে কমাতে
পারে।

মরুশব্দ বদলের সময়ে বিভিন্ন
জীবগণ ক্ষমতা বেড়ে যায়।
তাদের থেকে বাঁচতে রোগ
প্রতিরোধ শক্তি জোরদার হওয়া
দরকার। কুল এই কাজটাই
করে দেয়।

যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের
জন্মও কুল খুব ভালো। কারণ
এর নানা পুষ্টিগুণ যেমন

হন বিশেষ

যাওঁৱা

অতান্ত ভালো। খুব কম কামলুই
তাদের সারা দিনের প্রয়োজনীয়
পুষ্টি জুগিয়ে দিতে পারে।
তাদের বিভিন্ন রোগ বালাই
থেকেও কুল রক্ষা করতে
পারে।
অনেকেৰই মাৰে সাৰে মিস্তি
কিছু খেতে ইচ্ছা কৰে। আৰ
এই সময়তে কুল অত্যন্ত কজৈৰ।
কাৰণ অধিকাংশ মিস্তি খাবাৰেই
প্রচুৰ পৰিমাণে ক্যালোৰি
থাকে। কুল খেলে মিস্তিৰ
চাহিলা পূৰণ হয়। অথচ ওজনও
বাড়ে না।

লড়াকু বীরেন্দ্র-কে হারিয়ে ফাইনালে এগিয়ে চল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি ৪ বিশেষ এবং ভিনারাজ্যের ফুটবলার ছাড়াও রাজ্যের বেশ কয়েকজন সেরা ফুটবলার এদিন এগিয়ে চল সংখ-র হয়ে মাঠে নামে। বিশাল বাজেটের এই দলের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্র ক্লাবের ভরসা ছিল রাজ্যের ভূমিপুত্ররাই। ফলে আশঙ্কা ছিল একটা অসম লড়াইয়ের। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করলো বীরেন্দ্র ক্লাব। ম্যাচে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চল সংখ ৪-২ গোলে জয়ী হয়েছে বটে। তবে বীরেন্দ্র ক্লাবের লড়াই প্রত্যেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে বীরেন্দ্র ক্লাব শুধু রক্ষণেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। প্রয়োজন মতো আক্রমণে গিয়েছে এবং সুযোগও তৈরি করেছে। মার খেয়েছে শুধুমাত্র দক্ষ স্ট্রাইকারের অভাবে। প্রত্যাশা মতোই শুরু থেকেইঝড়ে গতিতে আক্রমণ শুরু করে এগিয়ে চল সংখ। বিদেশি অ্যারিস্টাইড, দেবাশিস প্রণব-র একটি ডিফেন্স চেরা শ্রো পাশে গোটা রক্ষণ ভেঙে পড়লো। ফাইনালে প্রতিপক্ষ কিন্তু ফরোয়ার্ড ক্লাব। সুতরাং মাঝমাঠ এবং আক্রমণে এগিয়ে চল সংখ যতই সাবলীল হউক রক্ষণ নিয়ে কিন্তু তাদের ভাবতে হবে। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে যাওয়া শুরু করে এগিয়ে চল সংখ। ৭ মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর আক্রমণে আরও গতি



যে কোন সময় তারা গোল করে ফেলবে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আক্রমণে যতটা সাবলীল সেই তুলনায় তাদের রক্ষণ কিন্তু এদিন মোটেই ছন্দে ছিল না। বিশেষ করে বীরেন্দ্র ক্লাবের দ্বিতীয় গোলাটির সময় রক্ষণের এই দুর্বলতা বেশ ভালোভাবেই চোখে পড়লো। প্রণব-র একটি ডিফেন্স চেরা শ্রো পাশে গোটা রক্ষণ ভেঙে পড়লো। ফাইনালে প্রতিপক্ষ কিন্তু ফরোয়ার্ড ক্লাব। সুতরাং মাঝমাঠ এবং আক্রমণে এগিয়ে চল সংখ যতই সাবলীল হউক রক্ষণ নিয়ে কিন্তু তাদের ভাবতে হবে। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে যাওয়া শুরু করে এগিয়ে চল সংখ। ৭ মিনিটে অ্যারিস্টাইড-র গোলে এগিয়ে যায় তারা। এরপর আক্রমণে আরও গতি

আনে তারা। রাজীব সাধন, দেবাশিস রাই এবং অ্যারিস্টাইড তাদের সাথে এদিন সাবলীল ছিল সনম লেপচাও। ম্যাচের ২৩ মিনিটে রাজীব সাধনের একটি অসাধারণ ফাইনাল পাস চলে আসে অরক্ষিত দেবাশিস রাই-র কাছে। তবে গোল করতে ব্যর্থ হয় দেবাশিস। ৩৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোলাটি তুলে নেয় এগিয়ে চল সংখ। বক্সে দেবাশিস-র কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করে সনম লেপচা। বীরেন্দ্র ক্লাবের সামনেও সুযোগ এসেছিল। তবে সেভাবে সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারেনি তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও স্কোর আক্রমণায়ক ভূমিকায় দেখা গেলো এগিয়ে চল সংখ-কে। তবে বীরেন্দ্র ক্লাবও মোটেই ডিফেন্স করেনি। তারাও সুযোগ পেলেই

আক্রমণে গিয়েছে। ২ মিনিটে সনম লেপচা এবং দেবাশিস রাই-র যুগলবন্দিতে গোল করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তবে সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি তারা। ১২ মিনিটে সনম, অ্যারিস্টাইড এবং দেবাশিস-র মাধ্যমে একটি অসাধারণ সুযোগ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে দেবাশিস-র শট দারুণভাবে রংখে দেয় বীরেন্দ্র ক্লাবের গোলকিপার বুদ্ধ দেববর্মা। ১৯ মিনিটে ফের বলসে উঠে দেবাশিস। তার অনবদ্য ব্যাকভলি আরও একবার রংখে দেয় বুদ্ধ। এরই মাঝে ১৭ মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে ব্যবধান কমায অ্যালটন ডার্লং। যদিও গোলটির ক্ষেত্রে তাদের গোলকিপার দায় এড়াতে পারবে না। অথবা বেরিয়ে আসার ফলে

অ্যালটন-র হেড দুই ড্রপ খেয়ে গোলে চলে যায়। গোল হজম করার পর এগিয়ে চল সংখ ফের আক্রমণে তেজি হয়। ৩৬ মিনিটে রাজীব-র কাছ থেকে বল পেয়ে দেবাশিস-র শট ব্লক করে দেয় বীরেন্দ্র ক্লাবের ডিফেন্ডাররা। এরপর ৩৮ মিনিটে এগিয়ে চল সংখ-র হয়ে তিন নম্বর গোলাটি করে দেবাশিস। ৪১ মিনিটে বল নিয়ে বীরেন্দ্র ক্লাবের বক্সে ঢুকে পড়ে বিদেশি ফুটবলার অ্যারিস্টাইড। একের বিরুদ্ধে এক এই পরিস্থিতিতে বীরেন্দ্র গোলকিপার বুদ্ধ দেববর্মা অ্যারিস্টাইড-কে ফেলে দেয়। ফলে পেনাল্টি পায় এগিয়ে চল সংখ। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ৪-১ করে অ্যারিস্টাইড। ইনজুরি টাইমে প্রণব-র কাছ থেকে বল পেয়ে অ্যালটন ব্যবধান ৪-২ করে। রেফারি সতর্কিত দেবরায় বুদ্ধ দেববর্মা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

আজ থেকে রাজ্যভিত্তিক টেনিস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : আগামীকাল থেকে ২৫-তম রাজ্যভিত্তিক টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হবে। মালঞ্চ নিবাস টেনিস কমপ্লেক্সে আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। পুরুষদের সিঙ্গেলস, ডাবলস এবং মহিলাদের সিঙ্গেলস বিভাগে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল দুপুর বারোটায় আসরের উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত। এছাড়া ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা উদ্ভূত থাকবেন। আগামীকাল সকাল ১১টায় সমস্ত খেলোয়াড়দের চিফ আম্পায়ার প্রণব চৌধুরী-র কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জিত রায় এই সংবাদ জানিয়েছেন।

প্রথম ডিভিশনের আংশিক সূচি ঘোষিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : প্রথম ডিভিশনের আংশিক সূচি ঘোষিত হলো। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আট দলীয় এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। কেরানা প্রতিস্থিতির ক্রমশঃ অবনতি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা আগাম কেউ জানে না। তবে টিএফএ তাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ক্রটি রাখছে না। প্রাথমিকভাবে সব দিক দিয়ে নিজেদের তৈরি রাখতে চাইছে। রাখাল শিন্ডু চাকলালীসময়ে শুরু হয়ে গিয়েছে মহিলা লিগ। এবার প্রথম ডিভিশনেরও আংশিক সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১১ জানুয়ারি লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম ত্রিপুরা পুলিশ প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ১২ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম টাউন ক্লাব, ১৩ জানুয়ারি এগিয়ে চল সংখ বনাম বীরেন্দ্র ক্লাব, ১৪ জানুয়ারি ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, ১৫ জানুয়ারি টাউন ক্লাব বনাম ত্রিপুরা পুলিশ, ১৬ জানুয়ারি লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব, ১৭ জানুয়ারি বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব, ১৮ জানুয়ারি এগিয়ে চল সংখ বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। আট দলীয় আসর এবার সিঙ্গেলস পদ্ধতিতে হবে। টিএফএ-র লিগ কমিটির সচিব মনোজ দাস এই দৈনন্দিন প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম প্রতিবন্ধকতা আসে। এক্ষেত্রেও কেরানা পরিস্থিতির চরম অবনতি হলে কি হবে? এই ব্যাপারে নিশ্চিত নয় কেউ। ২০১৯-র পর এই বছর ফের ঘরোয়া ফুটবল শুরু করেছে টিএফএ। ইতিমধ্যেই তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ডিভিশন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। রাখাল শিন্ডুও প্রায় অস্ত্রমলয়ে। মাত্র ফাইনাল ম্যাচ বাকি রয়েছে। অর্থাৎ টিএফএ ফুটবলের পরিবেশ স্বাভাবিক করার আশ্রয় চেষ্টা করছে। তবে প্রথম ডিভিশন ফুটবল সম্পূর্ণভাবেই কেরানা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বিএসএফ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হলো শক্তিশালী বিএসএফ। উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ৩-০ সেটে হারিয়ে দিলো বিশালগড় গ্লেন সেন্টারকে। প্রথম সেটে বিশালগড় কিছুটা লড়াই করতে সক্ষম হলেও পরের দুইটি সেটে বিএসএফ-র দীর্ঘদেহী অ্যাথলিট তথা বিএসএফ-র

ম্যাচে বিএসএফ ২৫-১৭, ২৫-১৩, ২৫-১৬ সেটে বিশালগড়কে হারিয়ে দেয়। গোটা আসরে একচেটিয়া দাপট দেখিয়ে বিজয়ী হলো বিএসএফ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে বিজয়ী দল পেলো আট হাজার টাকা ও টুফি। অন্যদিকে, রানার্সআপ দল পেয়েছে ৫ হাজার টাকা ও টুফি। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অ্যাথলিট তথা বিএসএফ-র

ইস্কেপস্টার জগদীশ বসাক বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আসরে তৃতীয় স্থানাধিকারী মানিকিক পেয়েছে ২ হাজার টাকা এবং চতুর্থ স্থানাধিকারী আগরতলা ভলিবল ক্লাব পেয়েছে ২ হাজার টাকা। প্রতিযোগিতার সস্তাবনায় খেলোয়াড় হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে কুপাং দেববর্মা। ফাইনাল ম্যাচটি পরিচালনা করেন বিশ্বজিৎ খেলোয়াড়দের সাথে পারলো না।



দুই ফাইনালিস্টের লড়াইয়ে জয়ী চাম্পামুড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : আগামীকাল অনুষ্ঠিত ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে মুখোমুখি হবে চাম্পামুড়া বনাম এনএসআরসিসি। সুপার সিন্ড্রে প্রথম চারটি ম্যাচ জিতে আগেই ফাইনালে নিশ্চিত হয়ে গেছে দুইটি দল। তাই এদিন দুই দলের সুপার সিন্ড্রে শেষ লড়াইটি ছিল কার্যত নিয়মরক্ষার। ম্যাচে জয় পেয়ে সুপার সিন্ড্রে অপরাজিত রইলো চাম্পামুড়া। পিটিএজি-তে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৪ উইকেটে হারালো এনএসআরসিসি-কে। আগামীকাল ফাইনালে কি হবে তা নিশ্চিত নয়। তবে এটা বলা যায় যে, এদিন এনএসআরসিসি যেরকম লড়াই করলো সেটা যদি আগামীকালও তুলে ধরতে পারে তবে চাম্পামুড়ার কাজটা সহজ হবে না। চলতি সদর অনুষ্ঠিত ১৪ ক্রিকেটে একমাত্র এনএসআরসিসি-ই কিছুটা লড়াই তুলে ধরতে সক্ষম হলো চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে। আগামীকালও তাদের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীরা। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে

এনএসআরসিসি দুর্দান্ত ব্যাটিং করলো। ৩৯ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা ২১১ রান করে। দলের হয়ে দুরন্ত ইনিংস খেললো বেদরত ভট্টাচার্য। মাত্র ৮৯ বলে ১২২ রান করলো বেদরত। তার ইনিংসে ছিল ১৫টি বাউন্ডারি এবং ৪টি ওভার বাউন্ডারি। বলা যায়, বিশ্বজিৎ ইনিংস উপহার দিলো বেদরত। বেশ কয়েক বছর ধরেই টিসিএ-র বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে খেলছে। ফলে বেদরত-র সামনে কিছুটা অসহায়বোধ করলো চাম্পামুড়ার বোলাররা। মূলতঃ বেদরত-র দুরন্ত ইনিংসের সৌজন্যে ২০০ রানের গম্ভীর পর করতে সক্ষম হয় এনএসআরসিসি। চাম্পামুড়ার হয়ে রাখল দেবনাথ ওটি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে যথারীতি দুরন্ত ফর্মে দেখা গেলো চাম্পামুড়াকে। ৬ উইকেটে হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় তারা। ৫৫ বলে ৬৭ রান করে বিশাল শীল। এছাড়া সাগর সুব্রধর করে ৪৪ বলে ৫০। ৪ উইকেটে জয় পায় চাম্পামুড়া। এনএসআরসিসি-র হয়ে সুরজিৎ দেববর্মা এবং দিগ্বিজয় মজুমদার ২টি উইকেট নেয়।

কর্মকর্তাদের সংযত থাকার আহ্বান



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : ফুটবল মাঠে কর্মকর্তাদের সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। দীর্ঘদিন পর আগরতলায় ফুটবল শুরু হয়েছে। সুতরাং কোন অপ্রীতিকর ঘটনা বাতে ফুটবলের রোমাঞ্চকে নষ্ট না করে দেয় সেটা দেখার দায়িত্ব মাঠে উপস্থির সবার। মাঠের ভেতরের দুই দলের কোচ এবং কর্মকর্তাদেরও সমান দায়িত্ব নিতে হবে। মনে

রাখতে হবে তাদের একটি ভুল বা উত্তেজক মন্তব্য কিন্তু এক লহমায় মাঠের পরিক্ষেকে বিঘ্নিত করতে পারে। বৃহৎপরিবারের মাঝে মিনি স্টেডিয়ামে বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংখ-র রাখাল শিন্ডুর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবলের ভরপুর রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছে ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু এরই মাঝে দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সময়ের জন্য মাঠের পরিস্থিতি কিছুটা ঘোরালো হয়ে উঠেছিল।

লাইনম্যান কার্তিক দাস-কে কিছু কট মন্তব্য করে কয়েকজন ফুটবলার। ফুটবলারের পাশাপাশি এক ম্যান্ডারকেও লাইনম্যান কার্তিক-র সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে দেখা যায়। পাল্টা কার্তিক-র মুখ থেকেও হয়তো কিছু বেরিয়ে আসে। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠে। এই অবস্থায় বীরেন্দ্র ক্লাবের কোচ সঞ্জিত ঘোষ নিজেদের ফুটবলারদের নিয়ন্ত্রণ

●এরপর দুইয়ের পাঠায়

খেলাই যখন হলো না

৪০ লাখি, ২৪ লাখি অতিথি কোচদের পেমেণ্ট হাফ করার দাবি ক্রিকেট মহলের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : সিনিয়র টি-২০ মুক্তা আলি ট্রফিতে ফ্লপই বলা চলে। মেঘালয়ের মতো দলের কাছেও হার। ফলে গ্রেট গ্রুপ থেকে এখান ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, ভাড়াটে কোচ সর্মীর দিশে-র ৪০ লাখ টাকার কি হবে? টিসিএ এবারই নিজের বিনিয়োগের দায়িত্ব নেওয়ার আগে কোচ ত্রিপুরায় আনা হয়েছে। জুনিয়র দলের কোচ হিসাবে তাকে নাকি দেওয়া হবে ২৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু অনুষ্ঠিত ১৯ ক্রিকেটে তিনি একদিনের আসরে ৫ ম্যাচে ৪টিতে হার। একটি পরিত্যক্ত। চারদিনের ম্যাচে তিনিটিতে ইনিংসে হার। একটিতে ৯ উইকেটে হার। শুধু বিহার ম্যাচে ৮ রানে জয়। পরিসংখ্যান বলছে, ২৪ লাখি কোচের চেয়েও বেশি সাফল্য রাজ্যের কোচদের। তবে প্রশ্ন হচ্ছে অন্য জায়গায়। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, সর্মীর দিশে এবং গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) টিসিএ এখন কত টাকা দেবে? রঞ্জি ট্রফির মতো বড় টুর্নামেন্টে বাতিল হয়েছে। ফলে ক্রিকেটাররা রঞ্জির কোন টাকা পাবে না। ক্রিকেটাররা যখন কোন টাকা পাবে না এবং ত্রিপুরার যখন কোন ম্যাচই হয়নি তখন তো সর্মীর

দিশে-র টাকা অর্ধেক হওয়া উচিত। মেমেন্ট প্রশ্ন, বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি বাতিল হয়েছে। ফলে জুনিয়র দলের কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র) কি ২৪ লক্ষ টাকা নিয়ে যাবে? ক্রিকেট মহলের দাবি, গৌতম সোম-রও (জুনিয়র) টাকা অর্ধেক করা উচিত। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, টিসিএ-র সাথে সর্মীর দিশে এবং গৌতম সোম-র (জুনিয়র) আসলে কি কি শর্তে চুক্তি হয়েছে? ময়দানে অবশ্য অন্য গল্প। এখানে গল্প হলো, মোটা টাকার স্কিমই নাকি সর্মীর দিশে-র ৪০ লক্ষ টাকা এবং গৌতম সোম-র (জুনিয়র) ২৪ লক্ষ টাকা। সর্মীর দিশে ৪০ লক্ষ টাকা, গৌতম সোম (জুনিয়র) ২৪ লক্ষ টিক পেয়ে যাবে বা পাইয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য এই খেলা না হলেও টিসিএ-র ইতিহাসে একটা কলঙ্ক থেকে যাবে। কেননা খেলা না হলে ক্রিকেটারদের টাকা কেন না বাড়ে। সেখানে টিসিএ কোচদের পুরো টাকা দেবে? এখন দেখার, গৌতম সোম (জুনিয়র) এবং সর্মীর দিশে-কে শেষ পর্যন্ত কত টাকায় বিদায় দেওয়া হয়।

ময়ূক আকাশ-র দাপটে জয়ী অনুরাগী

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : প্রথমিক পর্বে প্রত্যাশা জাগালেও সুপার সিন্ড্রে ব্যর্থ হয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী। রাজ্যের প্রথম কোটিং সেন্টারটি এবার অনুষ্ঠিত ১৪ ক্রিকেটের সুপার সিন্ড্রে চাম্পামুড়া এবং এনএসআরসিসি-র বিরুদ্ধে বিশেষ লড়াই করতে পারেনি। তবে এদিন নিপকো মাঠে নিজেদের শেষ ম্যাচে তারা মোটামুটি সহজ জয় তুলে নেয়। ময়ূক চক্রবর্তীর দুরন্ত ব্যাটিং এবং আকাশ দাস-র বিধ্বংসী বোলিং-র সৌজন্যে জয় তুলে নেয় অনুরাগী। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান করে অনুরাগী। ময়ূক চক্রবর্তী সর্বোচ্চ ৮৭ রান করে। এছাড়া অটল মজুমদার করে ৬০ রান। জিবির হয়ে সমরাংগ পাল ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩০ রানে ফুরিয়ে যায় জিবির ইনিংস। রাজবীর খান করে ২৯ রান। অনুরাগী-র হয়ে আকাশ দাস মাত্র ১৫ রানে তুলে নেয় ৫টি উইকেট। ৪২ রানে জয় পায় অনুরাগী। এদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মর্ডান সিএ-কে বিধ্বস্ত করলো এডিনগর। সেইসাথে আসরে তৃতীয় স্থান অর্জন করলো তারা। বোলারদের সৌজন্যে জয় পায় এডিনগর। ৮ উইকেটে তারা হারিয়ে ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আমবাসা, ৬ জানুয়ারি : আমবাসা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউশনের মাঠে এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গোপাল সুব্রধর। এছাড়া ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ সজল দাস প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে আসরের শুভ সূচনা হয়। সবার শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।



‘প্রতিবাদী কলম’র সংবাদের জের

কোহিমায় দল পাঠাতে রেল ভাড়া দিতে রাজি হলো অ্যাথলেটিক্স সংস্থা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ জানুয়ারি : আগামী ১৫ জানুয়ারি নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমায় আয়োজিত জাতীয় ক্রসকান্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ১২ জানুয়ারি রাজ্য দল রেলো রওয়ানা হবে। সম্ভবত ১০ জানুয়ারি রাজ্য দল ঘোষণা করা হবে। এদিকে, দুইদিন আগে যে সমস্ত অ্যাথলিট পত্রিকা অফিসে চিঠি পাঠিয়েছিল তাদের মধ্য কয়েকজন অবশ্য গোপনে ‘প্রতিবাদী কলম’কে ধন্যবাদ জানিয়ে গেছে। তারা ক্রীড়া সাংবাদিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে গেছে যে, ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকায় সত্য সংবাদ প্রকাশের পর তাদের (অ্যাথলিট) খরচ কিছুটা কমেছে। প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন (রূপক গোষ্ঠী)

রেল ভাড়া বাবদ মোট ১০ হাজার টাকা দেবে বলে জানিয়েছে। তবে সিনিয়রদের ৫০০ টাকা, জুনিয়রদের ২৫০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি এবং কোহিমা যাওয়া-আসা রোড ডিএ (খাবার) খেলোয়াড়দের দিতে হবে। এখানে মোট দেড় হাজারের মতো টাকা খরচ হবে অ্যাথলিটদের। তবে ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের জন্যই নাকি ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। দুইদিন আগে কোচের নির্দেশে যারা ‘প্রতিবাদী কলম’ দফতরে চিঠি পাঠিয়েছিল তারা গোপনে জানিয়ে গেলো যে, পত্রিকায় সত্য লেখা না হলে এই দশ হাজার টাকাও তাদের দিতে হতো। জানা গেছে, খেলোয়াড়রা সবাই এখনও টাকা কামা দেওয়ায় খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়নি। সবাই টাকা জমা

দিলে ১০ জানুয়ারি নাম ঘোষণা করা হবে। জানা গেছে, এখন বীরেন্দ্র মজুমদার-র দায়িত্বে অ্যাথলিটদের কোচিং হলেও দলের কোচ লোকনাথ মজুমদার এবং বিজ্ঞান হোসেন। সরকারিভাবে লুকনাথ ও বিজ্ঞান। তবে সরকারি জন্ম কথ্য বলে, মানুষের স্বার্থে কাজ করে। সুতরাং বীরেন্দ্র যাদের দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল তারা গোপনে এসে বলে গেছে ৩ জানুয়ারি মাঠে এসে রূপকবাবুরা কি কি বলে গেছেন। ১০ হাজার টাকার কথা কখন বলেছেন। তবে অ্যাথলিটরা যে দশ হাজার টাকার সাহায্য শেষ পর্যন্ত পাচ্ছে এটাই ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকার সাফল্য। কেননা সত্যটা সামনে না আনলে এই দশ হাজার টাকাও অ্যাথলিটদের যে দিতে হতো।

না হলে নাকি এক টাকাও দেওয়া হতো না। তবে খেলোয়াড়দের নাকি বলা হয়েছে যে, তারা যেন ভবিষ্যতে কোন কথা না বলে। তবে বীরেন্দ্র বা তার কর্তাদের হয়তো জানা নেই যে, দেওয়ালেরও কান আছে। আর ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকা মানুষের জন্য কথা বলে, মানুষের স্বার্থে কাজ করে। সুতরাং বীরেন্দ্র যাদের দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল তারা গোপনে এসে বলে গেছে ৩ জানুয়ারি মাঠে এসে রূপকবাবুরা কি কি বলে গেছেন। ১০ হাজার টাকার কথা কখন বলেছেন। তবে অ্যাথলিটরা যে দশ হাজার টাকার সাহায্য শেষ পর্যন্ত পাচ্ছে এটাই ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকার সাফল্য। কেননা সত্যটা সামনে না আনলে এই দশ হাজার টাকাও অ্যাথলিটদের যে দিতে হতো।

